CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 February, 2023 ■ আগরতলা ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ইং ■ ১৫ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভোট গণনার পর শান্তি বজায় রাখার আহ্বান সিইও'র

গণতন্ত্রে কোনও নির্বাচনই শেষ নয় ঃ কিরণ গিত্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর ত্রিপুরাবাসীর আস্থা রয়েছে। এজন্যই রাজ্যে যে কোনও নির্বাচনেই নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও প্রায় ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই সাংবিধানিক অধিকার।

এই অধিকারের প্রতি অসম্মান করা কারোরই উচিত নয়। আজ কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৭ ও ৩৯ নং বুথের বিশিষ্টজন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্থানীয় জনগণ সহ কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীগণদের নিয়ে রাস্তারমাথা কমিউনিটি হলে আয়োজিত শান্তিসভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে একথা বলেন।

রাস্তারমাথায় শান্তি বৈঠকে বক্তব্য রাখেন সিইও কিরণ গিত্যে।

সভায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যের ৩, ৩৩৭টি বুথে ২৭ ও ২৮ ফেবয়ারি শান্তিসভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে কোনও নির্বাচনই শেষ নয়। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তরই সুযোগ আসে। গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যই বিরোধী দলনেতাকে মন্ত্রিসভার সদস্যের মতোই সম্মান প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর যে কোনও ব্যক্তি জরুরি প্রয়োজনে প্রশাসন কিংবা আরক্ষা বাহিনীর সহায়তা নিতে পারেন। কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া কোনও মতেই সমীচিন নয়। তিনি শান্তিসভায় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছে রাস্তার পাশে এখনও যেসব ফ্ল্যাগ, বুথ অফিস, ব্যানার লাগানো আছে সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে আরও বলেন, রাজ্যবাসী আমরা সকলেই শান্তির পক্ষে, অহিংসার পক্ষে। ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর শান্তি বজায় রাখার মাধ্যমে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কতটা শান্তিপূর্ণ তা দেশের সামনে তুলে ধরা যাবে। সভার শুরুতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে সহ অন্যান্যরা বেলুন উড়িয়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেন। সভায় বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

মেঘালয়ে ভোট

সোমবার মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনের একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। ছবি-পিআইবি।

নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে ভোট সম্পন্ন নির্বিঘ্নে

কোহিমা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হল মেঘালয় ও নাগ্যালন্ডের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। নাগাল্যান্ডে ভোট পড়ছে প্রায় ৮২ শতাংশ। মেঘালয়ে গত পাঁচ বছর ন্যাশানাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) ও বিজেপি মিলে সরকার চালালেও, এ বারের ভোটের পৃথক ভাবে লড়াই করছে তাঁরা।

এই প্রথম মেঘালয়ের বিধানসভা ভোটে অংশ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। নাগাল্যান্ডে জোট করে লড়াই করছে বিজেপি। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি (এনডিপিপি)-র সঙ্গে জোটে লড়াই করছে গেরুয়া শিবির। তুলনামূলক ছোট দুই রাজ্য মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের ভোটের দিকে তাকিয়ে দেশের শাসকদল বিজেপি থেকে শুরু করে কংগ্রেস। কারণ ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে এই শেষ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ভোট। তবে এই দু'টি রাজ্যেই জাতীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলির পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আঞ্চলিক দলগুলিও।

৬০ আসনের নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৮১.৯৪ শতাংশ। বেলা একটা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৫৮.৭৭ শতাংশ। এছাড়া সকাল ১১টা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৩৪.৬২ এবং সকাল নয়টা পর্যন্ত ১১.৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল বলে রাজ্য নির্বাচন দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল। একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি প্রার্থী বিজয়ী হওয়ায় আজ ভোট হয়েছে ৫৯ আসনে। রাজ্যের জাতীয়, আঞ্চলিক এবং নির্দলীয় প্রার্থীর মোট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য পশ্চিম জেলায় ৩ জনকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তিনজন বিশেষ ব্যক্তিকে নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মসূচি অর্থাৎ সিস্টেমেটিকস ভোটারস এডুকেশন অ্যাণ্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন প্রোগ্রামে সহায়তা করার জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই বিশেষ ব্যক্তিগণ হলেন উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত উপঅধিকর্তা সুব্রত গাঙ্গলি, ফেমিনা মিস ইণ্ডিয়া ত্রিপুরা-২০২২ ঋত্তিকা মজমদার এবং মিস্টার ইণ্ডিয়া ট্যুরিজম টাইটেল ওয়ালর্ড ২০২২ মিথুন দেববর্মা।

রীতি অনুযায়ী আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই তিনজন আইকনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ তাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা পুরস্কার ও মারকলিপি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, এই তিনজন আইকনের সহযোগিতায় আমরা এবছরের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।

এজন্য আমরা গর্বিত, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে স্বতস্ফূর্তভাবে নিয়ে আসার কাজে তারা বিশেষ সহায়তা করেছেন। ভোটারদের মধ্যেও এবছর আমরা উৎসবের মেজাজে ভোট দেওয়ার অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করেছি। তিনি তিনজন আইকনকে এজন্য অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একজিট পোলের সম্ভাব্য ফলাফলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। ২রা মার্চ ভোট গণনা। এর আগে একজিট পোল নিয়ে রাজ্যে জোর আলোচনা চলছে। বেশ কয়েকটি জাতীয় ও রাজ্যের বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে একজিট পোল প্রকাশ করা হয়েছে সোমবার। এই একজিট পোল ঘোষণা দেয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলির কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। শাসক দলের নেতা কর্মীরা উল্লাস প্রদর্শন করছেন। কোথাও কোথাও সম্ভাব্য জয়ের আনন্দে বাজি পুড়িয়েছেন। আবার সোশ্যাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণনা শান্তিপূর্ণ করার দাবী নিয়ে কমিশনে গেলেন বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। আগামী ২ মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের গণনা কেন্দ্র এবং তার চার পাশে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য নির্বাচন কমিশনে গেলেন বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল।

সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্তের সঙ্গে দেখা করেন বামফ্রন্ট কমিটির আহ্বায়ক নারায়ণ কর, সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন এবং আশীষ সাহা। তারা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আকিকারী কিরণ গিত্যের সঙ্গে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখা নিয়ে আলোচনা করেন। নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক থেকে অবগত করেন তারা। পরে বেরিয়ে আসার পর সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একজন আরএসএস সমর্থিত।

তিনি নির্বাচনের আগে জনগণের ট্যাক্স এর টাকায় ওপেনিয়ন পোল করানোর ফন্দি এটেছিলেন কিন্তু বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব বিষয়টি তুলে ধরেছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরন গিত্তের সামনে। পরবর্তী সময়ে মুখ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইয়াবাসহ আটক নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। ধর্মনগর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানা রোডে এক নেশা কারবারিকে প্রচুর পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে আটক হলো ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারকারী। ধৃত পাচারকারী যুবকের নাম রাহুল উদ্দিন। তার বাড়ি পানিসাগর মহকুমার পদ্মবিল এলাকায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণনার প্রাক্কালে সমাজপতিদের নিয়ে প্রদ্যোৎ কিশোরের বৈঠক

সোমবার সমাজপতিদের সাথে বৈঠক করলেন তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। ভোট গণনার প্রাক্কালে সমাজপতিদের নিয়ে বৈঠক করলেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। এদিনের এই বৈঠক থেকে তিনি শান্তি সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিলেন। রাজ্যের জনজাতিদের কল্যাণে সমাজপতিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। উপজাতি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজপতিরা দীর্ঘকাল ধরে এই ভূমিকা পালন করে আসছেন।

সমাজপতিরা সবসময়ই উপজাতি কল্যাণে চিন্তাভাবনা করেন। সেজন্যই তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন সোমবার সমাজপতিদের নিয়ে আগরতলায় প্যালেস কম্পাউন্ডে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। এদিন বৈঠকে সমাজপতিদের সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করেন এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজপতিদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ গ্রহণ করেন। প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন যে সব রাজনৈতিক দল সমাজপতিদের পরামর্শ গ্রহণ করে না তারা সমাজের উন্নয়নে কাজ করতে পারবে না।

সে কারণেই প্রদ্যোৎ কিশোর সমাজপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের কাছ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসতর্কতায় অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। অসতর্কতার কারণে অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূ। ঘটনা বিলোনিয়া থানাধীন বিবেকানন্দ কলোনী এলাকায়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ওই গৃহবধূর।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় উমা বসু বিশ্বাস এই গৃহবধূ নিজ ঠাকুর ঘরে পুজো দিচ্ছিলেন। এমন সময় পুজোতে দেওয়া বাতির আগুন অসতর্কতার কারণে কাপড়ে লেগে গিয়ে আগুন লেগে যায়। এতে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ। সাথে সাথে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে দমকল কর্মীরা ছুটে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে বিরোধী দলের সমর্থকের বাড়িতে হামলা, গুরুতর আহত ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। খোয়াই থানার অন্তর্গত মধ্য গণকীর তবলাবাড়ির তাঁতী পাড়া এলাকায় রবিবার রাতে বিরোধীদলের সমর্থক ভোটারদের বাড়ি করে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তাতে ৬ জন আহত হয়েছেন। একদিকে শান্তি বৈঠক আর অন্যদিকে চলছে সন্ত্রাস !

খোয়াই থানার অন্তর্গত মধ্য গণকীর তবলাবাড়ির তাঁতী পাড়া এলাকায় রবিবার রাতে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ২০ থেকে ২৫ জন দুষ্কৃতি পদ্মফুল চিহ্নে ভোট না দেওয়ায় এবং বাম সমর্থক হবার অপরাধে হামলা চালায় তাঁতী পাড়ার বাম কর্মী সাধন তাঁতীর বাড়িতে। বেধরকভাবে মারধর করা হয় সাধন তাঁতীর পরিবারের লোকজনকে। এতে গুরুতরভাবে আহত হয় পরিবারের লোকজনরা। ঘটনায় মহিলা সহ ৬ জন আহত হন। তাদেরকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ভোট গণনার প্রাক্কালে এ ধরনের হামলার ঘটনা তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস। শাসক দল বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত ভেবেই তারা বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের বাড়ি করে এ ধরনের হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। তারা আরো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্তানকে ফেলে স্বামীর ঘর ছেড়ে পর পুরুষের সাথে পালল গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। আমতলী থানার মতিনগর এলাকায় ১৪ মাসের কন্যা সন্তান ও স্বামীকে ফেলে পর পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেছে এক গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র ১৪ মাসের কন্যা সন্তানকে ও স্বামীকে ফেলে পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেল এক গৃহবধূ।

ইতিপূর্বেও গত তিন মাস আগে পর পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাকে বের করে এনে সমাজের সালিশি সভার মাধ্যমে সকলের স্বাক্ষর রেখে শেষবারের মতো ক্ষমা করে দেওয়া।কন্যা সন্তানের দিকে তাকিয়ে স্বামী শিপন মিয়া তাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ই গৃহবধূ তানিয়া আক্তার এবং তার মা জোৎস্না বেগম সকলের কাছে দাবি রেখেছিল আর কোনদিন এরকম ঘটনা করবে না।

কিন্তু মাত্র তিন মাসের মাথায় পুনরায় পর পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২রা মার্চ বিজেপি ত্রিপুরা থেকে সুনামির মত ভেসে যাবে ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। আপামর জনগণকে বিভ্রাত করার লক্ষে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে শাসক দল নাটক মঞ্চ একজিট পোল প্রকাশ করতে চলছে। সাধারণ মানুষ বিরোধী দলের এই একজিট পোলে বিশ্বাস করবেন না। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আপামর জনগণকে আবেদন করেছেন কংগ্রেসের বিধায়ক তথা প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন। বিজেপির একজিট পোলে কোনও হাত থাকে না, ২ মার্চ ভোটের ফলাফল থেকেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। ছবি নিজস্ব।

এদিন তিনি নির্দ্ধিায় বলেন, ত্রিপুরার জনগণ ভোট প্রদান করেছে সরকার পরিবর্তনের লক্ষেই। কারণ, এবারের নির্বাচনে মানুষের বিপুল পরিমানে ভোট কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকেই সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুর্নরুদ্ধারে এবং সাংবিধানিককে অচল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষেই ভোট প্রদান করেছেন। সাথে তিনি রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন যে পদক্ষেপ গ্রহন করেছে তার জন্য কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় সিপিএম এবং কংগ্রেসের জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত বাইক চালক, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। কুমারঘাটে পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে অপর দুজন গুরুত্ব ভাবে আহত হয়েছেন। একটি জলের ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। কুমারঘাট থানাধীন নিদেবী গার্লস স্কুল সংলগ্ন রাস্তায় যান দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো এক তরতাজা যুবকের।

কাঞ্চনবাড়ি থেকে কুমারঘাট আসার পথে গার্লস স্কুল সংলগ্ন এলাকার জলের ট্যাঙ্কারের একটি গাড়ি পেছন দিক থেকে এসে বাইকটিকে সজুড়ে ধাক্কা মারে। এতে বাইকে থাকা ৩ যুবকের মধ্যে ১ যুবক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত আহতদের কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৩৮ ▫ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং ▫ ১৫ ফাল্গুন ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

শান্তিকামী, উন্নয়নকামী সরকারই প্রত্যাশা

আগামী দোসরা মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভার ৬০ আসনের ভোট গণনা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী সমর্থক সহ সকল স্তরের মানুষের মধ্যে কাউন্ট ডাউন শুরু হইয়া গিয়াছে। এবারের নির্বাচনে ফলাফল নিয়ে এক অদ্ভুত নিরাপত্তা পরিলক্ষিত হইতেছে। শাসকদল বিজেপি এবং বিরোধীপক্ষ জয় সম্পর্কে আশাবাদী বলিয়া জোর গলায় প্রচার করিলেও সাধারণ মানুষ কারোর কথায় ভরসা করিতে পারিতেছেন না। রাজ্যের জনগণ ব্যাপক হারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া সরকার গঠনের জন্য কি বার্তা দিয়েছেন তাহা জানিবার জন্য ২রা মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তবে ফলাফল যাহাই হোক না কেন শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সকলকে নিজের অবস্থান হইতে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপে রক্ত ঝরানো কিংবা সম্পদ হানির ঘটনা কোনভাবেই মানিয়া নেওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে রাজনৈতিক দলের নেতা সহ সকল স্তরের জনগণকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একদল সরকার গঠন করিবে অপর দল বিরোধী দলে তাকিয়া দায়িত্ব পালন করিবে। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোনভাবেই অস্বীকার করা যাইবে না। এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রীতিনীতি। তদুপরি বর্তমানে যেসব ঘটনাবলী পরিলক্ষিত হইতেছে সেগুলিতে জনগণ বিভ্রান্ত হইতেছেন।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস অব্যাহত ত্রিপুরায়।পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন? সরগরম রাজনৈতিক মহল। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস এবং সংঘর্ষ অব্যাহত ত্রিপুরায়। গত ১৬ তারিখে ভোট গ্রহণ করা হইয়াছে ত্রিপুরায়। তাহার পর থেকে এখনও পর্যন্ত অন্তত ২৫টি ভোট পরবর্তী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিয়াছে। সেই সঙ্গে আক্রান্ত হইয়াছে পুলিশও। ভোটের পরে এবার ত্রিপুরায় পরিবর্তন হইবে না শাসক দলের প্রত্যাবর্তন হবে তাহা নিয়া আলোচনা চলিয়াছে। এদিকে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লড়াই হাড্ডাহাড্ডি।শাসক বিজেপি-র আসন কমিতে পারে বলিয়াও একাংশ মত দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সেখানে দশটির বেশি আসনে জিতিতে চলিয়াছে তিপ্রা মথা। সেখানে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কে জিতিবেন তাহা এখনও নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না তাঁহারা। বিশ্লেষকদের মতে, এই কারণেই সেখানে হিংসার ঘটনা বাড়িতেছে।যদিও বিজেপি-র দাবি, ত্রিপুরাতে তাহারাই দ্বিতীয়বারের জন্য সরকার গঠন করিতে চলিয়াছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস এবং বামেদের দাবি, এবার সেখানে বিজেপি-র বিদায় সুনিশ্চিহ হইয়া গিয়েছে। সেখানে এবার সরকার গঠন করিবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলিয়াছে তিপ্রা মথা বলিলেও অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন।কেন এত সংঘর্ষ হইতেছে তাহার কারণ খতিয়ে দেখিতে প্রতিটি জেলায় কমিটি তৈরি করিয়াছে বিজেপি। ওই কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়া দেখিয়া এবং একেবারে তৃণমূল স্তরের তথ্য নিয়া রিপোর্ট পাঠান দলের রাজ্য দফতরে। কী করিয়া এই সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাহাও উল্লেখ রহিয়াছেওই রিপোর্টে। কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বিরোধীদের প্ররোচনায় পা না দেওয়ার জন্য।রাজ্যের অনেক জায়গায় বাম এবং কংগ্রেস জোটের লোকজন এবং তিপ্রামথার সমর্থকরা বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালাইতেছে। দলের কর্মীদের উত্তেজিত করিয়া এলাকায় অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা করিতেছে। বিজেপি দলের কর্মীদের বলিয়া দেওয়া তাঁহারা যেন বিরোধীদের পাতা ফাঁদে পা না দেয়।এবার নির্বাচনে নিশ্চিত হারিতেছে বিরোধীরা। সেই কারণেই তাঁহারা এখন থেকেই অশান্তি পাকাইতেছে বলিয়া অভিযোগ বিজেপির। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরীর দাবি, এই ভোটে শাসক দলের হার নিশ্চিত। তাঁহার দাবি, 'এবার সেখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইতেছে। ভোটের সময়েই সেটা বুঝিতে পারিয়াছে বিজেপি। সেদিনই তাহারা বোমাবাজি করিয়া, নানা জায়গায় ভোটারদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। মানুষ তাহাদের বাধা উপেক্ষা করিয়াই ভোট দিয়াছে। তাই এখন নানা জায়গায় হামলা করিতেছে শাসক দল।' অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ দাবি পাল্টা দাবি সহ নানা মহলের নানা মতামতকে সম্মান জানানোই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। আগামী দশনা মার্চ সবকিছুর অবসান ঘটাইয়া রাজ্য একটি শান্তিকামী, উন্নয়নকামী সরকার গঠিত হইবে সেটাই জনগণের প্রত্যাশা।

তৃণমূলের মুখপত্রে রাজ্যপাল বোসের কড়া সমালোচনা

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। রবিবার সন্ধ্যায় রাজভবন থেকে জারি হয়েছে কড়া বিবৃতি। ঠিক তার পরদিন তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'য় রাজ্যপালের কড়া সমালোচনা। বাংলার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে শাসকদলের মধুচন্দ্রিমা শেষের পথে। কোচবিহারের দিনহাটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উপর হামলা নিয়ে রাজ্যপালের বিবৃতির কড়া সমালোচনা করল তৃণমূল। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছেন, রাজ্যপাল একতরফা বিবৃতি দিয়েছেন। উনি নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে কথা বলে বিজেপির এজেন্ডা অনুযায়ী বিবৃতি দিলেন। কুণালের পরামর্শ, বিজেপির দূত না হয়ে বাংলার মানুষের দূত হয়ে নিরপেক্ষ ভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন রাজ্যপাল, এটাই আশা করি। সোমবার তৃণমূলের দৈনিক মুখপত্রে প্রথম পাতায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে রাজ্যপালকে নিয়ে কুণালের বক্তব্য। বিজেপির নয়, বাংলা দূত হন রাজ্যপাল, শীর্ষক এক লম্বা প্রতিবেদনে কুণালের যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে রাজ্যপাল সম্পর্কে কড়া কড়া কথা বলা হয়। মুখপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, জগদীপ ধনকরের পথ অনুসরণ করেছেন সি ভি আনন্দ বোস। তবে কি ফের ধনকর জমানার মতো রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের সম্পর্কের অবনতি শুরু হল, উঠছে প্রশ্ন। সোমবার 'জাগো বাংলা'র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, "রাজ্যপাল যে আসলে বিজেপিরই গোপন নীতি বাস্তবায়িত করার প্রতিনিধি তা প্রমাণ করেছিলেন জগদীপ ধনকর। প্রাক্তন রাজ্যপালের পথ দ্রুত অনুসরণ করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন বর্তমান রাজ্যপাল।" রাজ্যপাল একতরফা বিজেপির কথা শুনে বিবৃতি দিয়েছেন বলেও দাবি করা হয় সম্পাদকীয়তে। এছাড়া বিএসএফের পদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগের প্রসঙ্গও এদিনের সম্পাদকীয়তে উঠে এসেছে। কেন রাজ্যপাল এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ, সে প্রশ্নও তোলা হয়েছে।দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজভবন এবং নবান্নের সঙ্গে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। কখনও শিক্ষাক্ষেত্র আবার কখনও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অস্বচ্ছতার অভিযোগে অতীতে বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন রাজ্যপালকে। রাজভবন-নবান্নের মধ্যে চিঠি চালাচালি, টুইট-পালটা টুইট লেগেই থাকত সেই সময়। তবে রাজ্যের বর্তমান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সে সমস্যা দূর হয়েছিল অনেকটাই।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরাজ প্রশংসাও শোনা গিয়েছিল বর্তমান রাজ্যপালের গলায়।

ভারতীয় শিক্ষাবিদ

মদনমোহন মালব্য (১৮৬১১৯৪৬) ছিলেন একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চার বারের সভাপতি। তাকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলা হয় এবং মহামনা সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯১৬ সালে মদনমোহন মালব্য বারাণসীতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বি.এইচ.ইউ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৫ সালের বি.এইচ.ইউ আইন অনুসারে স্থাপিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, কৃষিবিজ্ঞান, চারুকলা, আইন ও প্রযুক্তি বিভাগে ৩৫,০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। মদনমোহন মালব্য ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। মদনমোহন মালব্য চার বার (১৯০৯, ১৯১৩, ১৯১৯ ও ১৯৩২ সাল) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

মদনমোহন মালব্য ছিলেন দ্য ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য লিডারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৯ সালে এটি এলাহাবাদে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার চেয়ারম্যানও ছিলেন। তারই উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে এই পত্রিকার হিন্দি সংস্করণ হিন্দুস্তান দৈনিক প্রকাশিত হয়।

১৮৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের (অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য) এলাহাবাদ শহরে মদনমোহন মালব্যের জন্ম। তিনি এক গৌড় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম পণ্ডিত ব্রিজ নাথ ও মাতার নাম মুনা দেবী। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন অধুনা মধ্যপ্রদেশের মালব (উজ্জয়িনী) অঞ্চলের সংস্কৃত পণ্ডিত। সেই থেকে তারা 'মালব্য' নামে পরিচিত। তাদের প্রকৃত পদবী ছিল চতুর্বেদী। মদনমোহন মালব্যের পিতা ছিলেন সংস্কৃত সন্ডিত। তিনি ভাগবত পুরাণ পাঠ করতেন।

মদনমোহন মালব্য প্রথমে সংস্কৃত পাঠশালা ও পরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি পড়াশোনা শুরু করেছিলেন হরদেবের ধর্মজ্ঞানোপদেশ পাঠশালায়। এখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরে বিদ্যাবর্ধিনী সভার একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি ভর্তি হন এলাহাবাদ জেলা স্কুলে। এখানে পড়ার সময় থেকে তিনি 'মকরন্দ' ছদ্মনামে কবিতা লেখা শুরু করেন। এই কবিতাগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত।

১৮৭৯ সালে তিনি মুয়ার সেন্ট্রাল কলেজ (অধুনা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। হ্যারিসন কলেজের প্রিন্সিপাল তার জন্য একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। কারণ, সেই সময় মদনমোহন মালব্যের পরিবার আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।

সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে চাইলেও তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় তার পিতা তাকে পারিবারিক পেশা ভাগবত পাঠের কাজে নিয়োগ করতে চান। ১৮৮৪ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদের গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ যেন।

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মদনমোহন মালব্য কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে তিনি কাউন্সিলে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা দেন। তার ভাষণে নৌরজি খুশি হননি। সেই সময় এলাহাবাদের নিকটস্থ কালাকঙ্করের শাসক রাজা রামপাল সিং হিন্দুস্তান নামে একটি হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পত্রিকাটিকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করার জন্য একজন যোগ্য সম্পাদক খুঁজছিলেন। মদনমোহন মালব্যের ভাষণে তিনিও খুশি হননি। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনার জন্য তিনি তাকেই প্রস্তাব দেন। তাই ১৮৮৭ সালের জুলাই মাসে মদনমোহন মালব্য শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে সেই জাতীয়তাবাদী দৈনিকটির সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি আড়াই বছর কাজ করেছিলেন। এরপর তিনি এলাহাবাদ ফিরে এসে এল.এল.বি পড়া শুরু করেন। সেই সময় এলাহাবাদে তিনি দি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামে একটি ইংরেজি দৈনিকের সহ-সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। আইন পড়া শেষ করে তিনি ১৮৯১ সালে এলাহাবাদ জেলা আদালতে ওকালতি শুরু করেন। পরে ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু অরেন। ১৯০৯ ও ১৯১৮ সালে মদনমোহন মালব্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলে। তিনি ছিলেন একজন নরমপন্থী নেতা। ১৯১৬ সালের লখনউ চুক্তি অনুসারে মুসলমানদের জন্য পৃথক আইনসভার বিরোধিতা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাকে "মহামনা" সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯১১ সালে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবার জন্য তিনি তার লাভজনক আইনব্যবসা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য তিনি সমাজসেবার কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনায় ১৭৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফাঁসির হুকুম হলে তিনি আদালতে তাদের হয়ে সওয়াল করেন এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এই কাউন্সিল ১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় রূপান্তরিত হলে তিনি ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সেখানকার সদস্য থাকেন। মদনমোহন মালব্য অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ও খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদানের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯২৮ সালে তিনি মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ সালের ৩০ মে, বিলাতি দ্রব্য বর্জন করে ভারতীয় দ্রব্য কেনার আবেদন জানিয়ে তিনি একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

যদিও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ১৯৩২ সালের ২৫ মে তিনি দিল্লিতে অন্যান্য ৪৫০ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে গ্রেফতার হন। কিন্তু এই বছরই সরোজিনী নাইডু গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি দিল্লিতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।গু১৮৯ ১৯৩৩ সালে কলকাতায় মদনমোহন মালব্য আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার আগে মদনমোহন মালব্যই একমাত্র নেতা যিনি চার বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি) ও মদনমোহন মালব্যের (হিন্দুদের অন্যান্য শ্রেণির প্রতিনিধি) মধ্যে পুনা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয় প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণিগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তা হবে আইনসভার মধ্যেই, এর জন্য পৃথক আইনসভা গঠিত হবে না। এর ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণিগুলিকে ৭১টি আসন দিয়েছিলেন, তার বদলে এই শ্রেণিগুলিআইনসভায় ১৪৮টি আসন পায়। এই চুক্তির পর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আইনটি চুক্তি অনুযায়ী সংশোধিত হয়। এই চুক্তিতে ব্যবহৃত "অবদমিত শ্রেণি" কথাটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানে "তফসিলি জাতি ও উপজাতি" শব্দে পরিণত হয়।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা আইনসভার বিরোধিতায় মদনমোহন মালব্য মাধব শ্রীহরি আনের সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট পার্টি গঠন করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে এই দল কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১২টি আসন পেয়েছিল।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে অ্যানি বেসান্ত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে দেখা করেন। তারা স্থির করেন বারাণসীতে একটি সাধারণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। বেসান্তের প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের সহকারী ফেলোগণ সহ বেসান্ত স্থির করেন যে এই কলেজ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে। সরকারও তাতে রাজি হয়। ১৯১৫ সালের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলে ১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালে মদনমোহন মালব্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তার পরে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (পরবর্তীকালে যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন।

ভারত থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হরিজন আন্দোলনকে পরিচালনার ক্ষেত্রে মদনমোহন মালব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে তার সভাপতিত্বে আয়োজিত একটি সম্মেলনে হরিজন সেবক সংঘ স্থাপিত হয়।

মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন, "যদি তুমি মানবাত্মার আন্তরিক পবিত্রতায় বিশ্বাস কর, তবে তুমি বা তোমার ধর্ম কখনই অন্য মানুষের স্পর্শ বা সঙ্গতে অপবিত্র বা কলুষিত হতে পারে না।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তিনি একটি হিন্দু পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলেছিলেন, "মন্ত্র দ্বারা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।"

তিনি মন্দির ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণের বাধা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মূলত তারই উদ্যোগে হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু দলিত (হরিজন) নেতা পি. এন. রাজভোজ ২০০ জন অনুগামী নিয়ে রথযাত্রার দিন কলারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকার চান। মদনমোহন মালব্য কলারাম মন্দিরের পুরোহিতদের উপস্থিতিদের তাদের দীক্ষা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন। পরে এঁরা রথযাত্রা উৎসবেও অংশ নেন।

১৯০১ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে হিন্দু হোস্টেল (হিন্দু বোর্ডিং হাউস) নামে একটি ছেলেদের হোস্টেল স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বর বারাণসীতে মদনমোহন মালব্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর মদনমোহ মালব্যের ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীর আগের দিন তাকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন (মরণোত্তর) দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

আজ মদনমোহন মালব্যের জন্মদিবস। মদনমোহন মালব্য (১৮৬১১৯৪৬) ছিলেন একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চার বারের সভাপতি। তাকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলা হয় এবং মহামনা সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯১৬ সালে মদনমোহন মালব্য বারাণসীতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বি.এইচ.ইউ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৫ সালের বি.এইচ.ইউ আইন অনুসারে স্থাপিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, কৃষিবিজ্ঞান, চারুকলা, আইন ও প্রযুক্তি বিভাগে ৩৫,০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। মদনমোহন মালব্য ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। মদনমোহন মালব্য চার বার (১৯০৯, ১৯১৩, ১৯১৯ ও ১৯৩২ সাল) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

মদনমোহন মালব্য ছিলেন দ্য ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য লিডারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৯ সালে এটি এলাহাবাদে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার চেয়ারম্যানও ছিলেন। তারই উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে এই পত্রিকার হিন্দি সংস্করণ হিন্দুস্তান দৈনিক প্রকাশিত হয়।

১৮৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের (অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য) এলাহাবাদ শহরে মদনমোহন মালব্যের জন্ম। তিনি এক গৌড় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম পণ্ডিত ব্রিজ নাথ ও মাতার নাম মুনা দেবী। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন অধুনা মধ্যপ্রদেশের মালব (উজ্জয়িনী) অঞ্চলের সংস্কৃত পণ্ডিত। সেই থেকে তারা 'মালব্য' নামে পরিচিত। তাদের প্রকৃত পদবী ছিল চতুর্বেদী। মদনমোহন মালব্যের পিতা ছিলেন সংস্কৃত সন্ডিত। তিনি ভাগবত পুরাণ পাঠ করতেন।

মদনমোহন মালব্য প্রথমে সংস্কৃত পাঠশালা ও পরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি পড়াশোনা শুরু করেছিলেন হরদেবের ধর্মজ্ঞানোপদেশ পাঠশালায়। এখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরে বিদ্যাবর্ধিনী সভার একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি ভর্তি হন এলাহাবাদ জেলা স্কুলে। এখানে পড়ার সময় থেকে তিনি 'মকরন্দ' ছদ্মনামে কবিতা লেখা শুরু করেন। এই কবিতাগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত।

১৮৭৯ সালে তিনি মুয়ার সেন্ট্রাল কলেজ (অধুনা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। হ্যারিসন কলেজের প্রিন্সিপাল তার জন্য একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। কারণ, সেই সময় মদনমোহন মালব্যের পরিবার আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।

সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে চাইলেও তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় তার পিতা তাকে পারিবারিক পেশা ভাগবত পাঠের কাজে নিয়োগ করতে চান। ১৮৮৪ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদের গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ যেন।

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মদনমোহন মালব্য কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে তিনি কাউন্সিলে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা দেন। তার ভাষণে নৌরজি খুশি হননি। সেই সময় এলাহাবাদের নিকটস্থ কালাকঙ্করের শাসক রাজা রামপাল সিং হিন্দুস্তান নামে একটি হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পত্রিকাটিকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করার জন্য একজন যোগ্য সম্পাদক খুঁজছিলেন। মদনমোহন মালব্যের ভাষণে তিনিও খুশি হননি। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনার জন্য তিনি তাকেই প্রস্তাব দেন। তাই ১৮৮৭ সালের জুলাই মাসে মদনমোহন মালব্য শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে সেই জাতীয়তাবাদী দৈনিকটির সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি আড়াই বছর কাজ করেছিলেন। এরপর তিনি এলাহাবাদ ফিরে এসে এল.এল.বি পড়া শুরু করেন। সেই সময় এলাহাবাদে তিনি দি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামে একটি ইংরেজি দৈনিকের সহ-সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। আইন পড়া শেষ করে তিনি ১৮৯১ সালে এলাহাবাদ জেলা আদালতে ওকালতি শুরু করেন। পরে ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু অরেন। ১৯০৯ ও ১৯১৮ সালে মদনমোহন মালব্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলে। তিনি ছিলেন একজন নরমপন্থী নেতা। ১৯১৬ সালের লখনউ চুক্তি অনুসারে মুসলমানদের জন্য পৃথক আইনসভার বিরোধিতা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাকে "মহামনা" সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯১১ সালে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবার জন্য তিনি তার লাভজনক আইনব্যবসা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য তিনি সমাজসেবার কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনায় ১৭৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফাঁসির হুকুম হলে তিনি আদালতে তাদের হয়ে সওয়াল করেন এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এই কাউন্সিল ১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় রূপান্তরিত হলে তিনি ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সেখানকার সদস্য থাকেন। মদনমোহন মালব্য অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ও খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদানের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯২৮ সালে তিনি মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ সালের ৩০ মে, বিলাতি দ্রব্য বর্জন করে ভারতীয় দ্রব্য কেনার আবেদন জানিয়ে তিনি একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

যদিও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ১৯৩২ সালের ২৫ মে তিনি দিল্লিতে অন্যান্য ৪৫০ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে গ্রেফতার হন। কিন্তু এই বছরই সরোজিনী নাইডু গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি দিল্লিতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।গু১৮৯ ১৯৩৩ সালে কলকাতায় মদনমোহন মালব্য আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার আগে মদনমোহন মালব্যই একমাত্র নেতা যিনি চার বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি) ও মদনমোহন মালব্যের (হিন্দুদের অন্যান্য শ্রেণির প্রতিনিধি) মধ্যে পুনা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয় প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে হিন্দুদের অনগ্রসর শ্রেণিগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তা হবে আইনসভার মধ্যেই, এর জন্য পৃথক আইনসভা গঠিত হবে না। এর ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণিগুলিকে ৭১টি আসন দিয়েছিলেন, তার বদলে এই শ্রেণিগুলিআইনসভায় ১৪৮টি আসন পায়। এই চুক্তির পর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আইনটি চুক্তি অনুযায়ী সংশোধিত হয়। এই চুক্তিতে ব্যবহৃত "অবদমিত শ্রেণি" কথাটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানে "তফসিলি জাতি ও উপজাতি" শব্দে পরিণত হয়।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা আইনসভার বিরোধিতায় মদনমোহন মালব্য মাধব শ্রীহরি আনের সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট পার্টি গঠন করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে এই দল কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১২টি আসন পেয়েছিল।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে অ্যানি বেসান্ত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে দেখা করেন। তারা স্থির করেন বারাণসীতে একটি সাধারণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। বেসান্তের প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের সহকারী ফেলোগণ সহ বেসান্ত স্থির করেন যে এই কলেজ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে। সরকারও তাতে রাজি হয়। ১৯১৫ সালের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলে ১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালে মদনমোহন মালব্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তার পরে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (পরবর্তীকালে যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন।

ভারত থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হরিজন আন্দোলনকে পরিচালনার ক্ষেত্রে মদনমোহন মালব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে তার সভাপতিত্বে আয়োজিত একটি সম্মেলনে হরিজন সেবক সংঘ স্থাপিত হয়।

মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন, "যদি তুমি মানবাত্মার আন্তরিক পবিত্রতায় বিশ্বাস কর, তবে তুমি বা তোমার ধর্ম কখনই অন্য মানুষের স্পর্শ বা সঙ্গতে অপবিত্র বা কলুষিত হতে পারে না।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তিনি একটি হিন্দু পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলেছিলেন, "মন্ত্র দ্বারা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।"

তিনি মন্দির ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণের বাধা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মূলত তারই উদ্যোগে হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু দলিত (হরিজন) নেতা পি. এন. রাজভোজ ২০০ জন অনুগামী নিয়ে রথযাত্রার দিন কলারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকার চান। মদনমোহন মালব্য কলারাম মন্দিরের পুরোহিতদের উপস্থিতিদের তাদের দীক্ষা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন। পরে এঁরা রথযাত্রা উৎসবেও অংশ নেন।

মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন, "যদি তুমি মানবাত্মার আন্তরিক পবিত্রতায় বিশ্বাস কর, তবে তুমি বা তোমার ধর্ম কখনই অন্য মানুষের স্পর্শ বা সঙ্গতে অপবিত্র বা কলুষিত হতে পারে না।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তিনি একটি হিন্দু পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মানুষদের মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলেছিলেন, "মন্ত্র দ্বারা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।"

তিনি মন্দির ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণের বাধা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মূলত তারই উদ্যোগে হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু দলিত (হরিজন) নেতা পি. এন. রাজভোজ ২০০ জন অনুগামী নিয়ে রথযাত্রার দিন কলারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকার চান। মদনমোহন মালব্য কলারাম মন্দিরের পুরোহিতদের উপস্থিতিদের তাদের দীক্ষা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন। পরে এঁরা রথযাত্রা উৎসবেও অংশ নেন।

১৯০১ সালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে হিন্দু হোস্টেল (হিন্দু বোর্ডিং হাউস) নামে একটি ছেলেদের হোস্টেল স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বর বারাণসীতে মদনমোহন মালব্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর মদনমোহ মালব্যের ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীর আগের দিন তাকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন (মরণোত্তর) দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাগরদিঘিতে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু, অশান্তি এড়াতে কড়া নিরাপত্তা প্রায় প্রতিটি বুথে

মুর্শিদাবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। সোমবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধে ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই প্রতি বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সাগরদিঘি উপ-নির্বাচনে ২৪৫টি সাধারণ বুথ ও একটি অক্সিলিয়ারি বুথ। প্রায় ৫০ শতাংশ বুথ 'স্পর্শকাতর'। সাগরদিঘিতে তৃণমূলের প্রার্থী হলেন দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবাশিষ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয়। বিজেপি প্রার্থীর নাম দিলীপ সাহা। কংগ্রেস প্রার্থী হলেন বাইরন বিশ্বাস। সাগরদিঘি উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেছে বামেরা।

সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৩ নম্বর ডাংরাইল বুথে প্রিসাইডিং অফিসার বদল করা হয়েছে। যিনি দায়িত্বে ছিলেন, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার জেরে বেশ কিছু ক্ষণ ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল ওই বুথে। নতুন প্রিসাইডিং অফিসার আসার পর সকাল ৭টা ৫২ মিনিট থেকে ফের ভোট শুরু হয়। এদিকে, সাগরদিঘি উপ-নির্বাচনে সকাল সকাল কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসকে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কংগ্রেস শিবিরের দাবি, তাঁকে ২১০ এবং ২১১ নম্বর বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা।

তৃণমূলের ফেস্টুন লাগানো টোটোয় ভোটারদের নিয়ে আসা হচ্ছে, এই অভিযোগে উপ-নির্বাচনের সকালে উত্তপ্ত সাগরদিঘির একাংশ। অভিযোগ, ৭৮ নম্বর বুথে বড়গরা এলাকায় যে টোটোয় চাপিয়ে ভোটারদের বুথে নিয়ে আসা হচ্ছে, সেই টোটোতে লাগানো রয়েছে শাসকদলের ফেস্টুন। উপ-নির্বাচনের আগে রবিবার রাতেও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল সাগরদিঘিতে। বিজেপি এজেন্টকে ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ। গেরুয়া শিবিরের দাবি, ১৩৯ নম্বর বুথে তাদের এজেন্টকে ভয় দেখাতে এসেছিলেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়। রাতে তাঁকে ঘিরে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান।

মথুরায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ওপরে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল বাস; মৃত্যু ৩ জনের, আহত ১২

মথুরা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি থেকে বিহার যাওয়ার পথে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের মথুরায় যমুনা এক্সপ্রেসেওয়ের ওপর। ডিভাইডারে ধাক্কা মারার পর উল্টে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মথুরার ডিএম পুলকিত খারে বলেছেন, রবিবার রাতে একটি বাস দিল্লি থেকে বিহার অভিমুখে যাচ্ছিল, যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ওপর ডিভাইডারে ধাক্কা মারার পর বাসটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন ও ১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বেই তিলোত্তমার তাপমাত্রা, ভোরে এখনও অনুভূত হিমেল পরশ

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতার তাপমাত্রা আপাতত স্বাভাবিকের ওপরেই রয়েছে, সোমবারও খুব বেশি হেরফের হয়নি তাপমাত্রায়। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা ওপরের দিকে থাকলেও, সোমবারও ভোরের দিকে হালকা হিমেল পরশ অনুভূত হয়েছে। একইসঙ্গে ছিল কুয়াশার দাপট। এদিন ভোরের দিকে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে হালকা কুয়াশা ছিল, তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আপাতত এমনই থাকবে। ওঠানামা করবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ।

তামিলনাড়ুর এরোডে পূর্ব-তে শান্তিতেই চলছে ভোটগ্রহণ, ভোটারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ

চেন্নাই, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শান্তিতেই চলছে তামিলনাড়ুর এরোডে পূর্ব বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। সোমবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। মোট ৭৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ২৩৮টি বুথে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ভোটাররা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ২ মার্চ ভোট গণনা হবে।ভোটগ্রহণ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় সে জন্য ২ হাজারের বেশি পুলিশ ও আধা সামরিক কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ইভিকেএস এলাঙ্গোভানের ছেলে থিরুমাগান এভারার মৃত্যুর কারণে এরোডে পূর্ব বিধানসভা আসনে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ডিএমকে-এর নেতৃত্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল জোট ইভিকেএস এলাঙ্গোভানকে প্রার্থী করেছে। এআইএডিএমকে প্রার্থী করেছে কেএস থেন্নারাসু, দলের একজন সিনিয়র সদস্য যিনি নির্বাচনী এলাকা থেকে দু'’বার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন।

সকাল সকাল ভোট দিয়েছেন ডিএমকে সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী ইভিকেএস এলাঙ্গোভান। তিনি বলেছেন, 'আমরা একটি বড় ব্যবধানে উপনির্বাচনে জিতব। এই নির্বাচনের ফলাফল ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে। আমরা উভয় নির্বাচনেই জিতব।' ভোট দিয়েছেন এআইএডিএমকে প্রার্থী কে এস থেনারসু। রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি ভোটারদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছে।

পারিবারিক বিবাদের জেরে ভাঙড়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যু গৃহবধূর, জখম আরও ৩ জন সদস্য

ভাঙড়, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন পরিবারের আরও তিন সদস্য। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থানার অন্তর্গত মরিচা লেবুতলা গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম চম্পা বিবি (৩৫)। এছাড়াও সুরজ মোল্লা, মিরাজ মোল্লা, জাহানারা খাতুন জখম হয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার বিকেলে এলাকার বাসিন্দা সুরজ মোল্লার সঙ্গে সাংসারিক বিষয়ে গন্ডগোল হয় তাঁর স্ত্রী চম্পা বিবির। এরপরই অভিমানে নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢালেন সুরজ। তা দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন ছোট ভাই মিরাজ মোল্লা। এমন সময় আচমকাই চম্পা বিবি ঘরে ঢুকে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যায় স্বামী সুরজ মোল্লা, দেওর মিরাজ মোল্লা ও মিরাজের স্ত্রী জাহানারা খাতুন। সুরজের গায়ে যেহেতু আগে থেকেই কেরোসিন ছিল সেই কারণে চম্পা বিবির গায়ের আগুন তার গায়ে ধরে যায়। তাদের বাঁচাতে গিয়ে আগুনে জখম হন মিরাজ ও জাহানারা। স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে দ্রুত তাদের উদ্ধার করে নলমুড়ি ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে চম্পা বিবির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঝাড়খণ্ডের রামগড় আসনের উপনির্বাচনে ১৮ জন প্রার্থীর ভাগ্যপরীক্ষা

রাঁচি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের রামগড় বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে শান্তিতেই। সোমবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পরবর্তী দুই ঘন্টায় সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ১৫.১৯ শতাংশ। রামগড় বিধানসভা আসনের জন্য ১৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উপ-নির্বাচনের জন্য ৪০৫টি ভোট কেন্দ্রে পোলিং পার্টি মোতায়েন করা হয়েছে। ২ মার্চ ভোট গণনা করা হবে। মমতা দেবীকে বিধায়ক হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করার পরই নির্বাচন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

উপ-নির্বাচনে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে, রামগড়ের জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা প্রশাসক, মাধবী মিশ্র সমস্ত ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। এসপি পীযূষ পান্ডে জানিয়েছেন, নির্বাচনী এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে

বুকের ব্যথায় অসুস্থ হিমাচলের রাজ্যপাল, শিবপ্রতাপ শুক্লা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নয়ডা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বুকের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিবপ্রতাপ শুক্লা। উত্তর প্রদেশের নয়ডার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ৭০ বছর বয়সী শুক্লাকে রবিবার মধ্যরাতে কৈলাশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, হাসপাতালের মুখপাত্র ভি বি যোশি এমনটাই জানিয়েছেন। গত শনিবার থেকে দিল্লি এনসিআর-এ রয়েছেন হিমাচলের রাজ্যপাল, দিল্লি সফরে এসে তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

কৈলাশ হাসপাতালের মুখপাত্র বলেছেন, 'হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপালকে বুকে ব্যথার কারণে রবিবার মধ্যরাতে কৈলাশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, এবং পরীক্ষা ও চিকিৎসা চলছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল।' উল্লেখ্য, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি হিমাচল প্রদেশের ২৯ তম রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শিবপ্রতাপ শুক্লা।

মুর্শিদাবাদে বিএসএফ জওয়ানের ওপর হামলা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ! কেড়ে নিল আগ্নেয়াস্ত্রও

মুর্শিদাবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মুর্শিদাবাদে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের আক্রমণে আহত হয়েছেন দুই বিএসএফ (সীমান্ত রক্ষী বাহিনী) জওয়ান। রবিবার মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত ৩৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের নির্মলচর সীমা চৌকি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। বিএসএফ সূত্রে দাবি, ওপার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে দুষ্কৃতীদের একটি দল লাঠি, রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে। ওই দলে অন্তত ২০০ জন ছিল। জওয়ানদের মারধরের পাশাপাশি তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্রও লুট করা হয়েছে। জখম দুই সেনা জওয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলেও দাবি বিএসএফ সূত্রের।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি (জনসংযোগ) একে আর্য বলেন, "প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের পরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিরোধ করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। কেড়ে নেওয়া অস্ত্রগুলি অতি দ্রুত উদ্ধার করার ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।" বিএসএফ সূত্রে দাবি, রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ সেনা চৌকিতে খবর আসে, বাংলাদেশ থেকে আসা অন্তত ২০০ জনের একটি দল জিরো লাইন্সের এ পারে স্থানীয় কৃষকদের জমির ফসল লুট করার চেষ্টা করছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাহিনী। দাবি, জওয়ানদের দেখেই তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়। তাঁদের মারধর করে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়।

অগ্নিপথ প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত আর্জি খারিজ, দিল্লি হাইকোর্ট বলল হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও কারণ নেই

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সশস্ত্র বাহিনীতে অগ্নিবীরদের নিয়োগের জন্য অগ্নিপথ প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত আবেদনগুলি খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার দিল্লি হাইকোর্ট অগ্নিপথ প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত আবেদন খারিজ করার সময় বলেছে, হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও কারণ নেই। দিল্লি হাইকোর্ট এদিন সমস্ত আবেদন খারিজ করে দিয়ে বলেছে, এই প্রকল্প জাতীয় স্বার্থে করা হয়েছে এবং সশস্ত্র বাহিনীকে আরও ভালভাবে সজ্জিত করতেই এই প্রকল্প।

প্রধান বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা এবং বিচারপতি সুব্রমনিয়াম প্রসাদের একটি বেঞ্চ বলেছে, এই প্রকল্পে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও কারণ নেই। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর আদালত এ বিষয়ে রায়দান সংরক্ষিত রেখেছিল। অগ্নিপথ প্রকল্প অনুযায়ী, যাদের বয়স ১৭ এবং ২১ বছরের মধ্যে তারা আবেদন করার যোগ্য এবং তাদের চার বছরের মেয়াদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই প্রকল্প ঘোষিত হওয়ার পর দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল।

চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা ! সক্রিয় রোগী বৃদ্ধি পেয়ে ২,২২৯, ভারতে ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ১৮৪ জন

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিগত কয়েকদিন ধরে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। সেই ধারা অব্যাহত থাকল বিগত ২৪ ঘন্টাতেও। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১৮৪ জন। এই সময়ে নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৪ জন। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,২২৯-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৩, ২০৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০১ হাজার ২৩১ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩,৮১,৯১৩। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৪৪, ২৬৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারতের সুসম্পর্ক আজীবন অটুট থাকবে

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৭।। বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী ড় মো. আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে। পরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে। আমরা উভয় দেশই সব দিক থেকেই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। দুইদেশের মধ্যে এই সুসম্পর্ক আজীবন অটুট থাকবে।

ড় রাজ্জাক রোববার কলকাতার রোটারি সদন অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন ভারত কমিটি আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও শেখ হাসিনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী ড় মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন মানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন মানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক। আর বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও শেখ হাসিনা এখন সমার্থক। এই উন্নয়নের গতিকে আরো বেগবান ও গতিময় করতে হবে। তবেই বিশ্বের বুকে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত একটি দেশে রূপান্তর হবে।

সোমবার সরকারি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৪ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও অগ্রগতি নিয়েও প্রচারণা চালাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

এর অংশ হিসাবে কলকাতায় এটির আয়োজন করেছে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন ভারত কমিটি। কৃষিমন্ত্রী বলেন,আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যে কৌশল আমরা নিয়েছি, যেভাবে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি, তাতে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। তিনি বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে। সেই নির্বাচনে জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর, গত ১৪ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন করেছেন, যা সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত হয়েছে।

সামাজিক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালে আমরা দানা জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। সামাজিক ইনডেক্সগুলিতেও আমরা খুব ভালো ফল করেছি। আমাদের দারিদ্রতা অর্ধেক কমে ৪০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ হয়েছে।

অতি দরিদ্র যেখানে ১৮ থেকে ১৯ শতাংশ ছিল, সেটা এখন ১০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। অবকাঠামো, ব্রিজ, পদ্মা সেতু, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। ১০০টি ইকোনোমিক জোন তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শিল্প, কলকারখানা করা হচ্ছে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, বিশেষ অতিথি হিসাবে সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, কলকাতায় বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর প্রমুখ এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

অসময়ে তুষারপাত দার্জিলিং-এ, সান্দাকফু-ফালুটে ভিড় বাড়ল উল্লসিত পর্যটকদের

দার্জিলিং, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শীতের বিদায় বেলায় তুষারপাত হয়েছে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায়। রবিবার রাতে তুষারপাত হয়েছে সান্দাকফু ও ফালুটে, শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢেকে যায় পাহাড়। বরফ পড়ার খবর পেয়ে সোমবার সকাল থেকেই বরফের আনন্দ নিতে সান্দাকফু ও ফালুটে ছুটে যান পর্যটকরা। রবিবার বিকেলের পর থেকেই এই দুই এলাকার তাপমাত্রা নেমে আসে হিমাঙ্কের নীচে। মধ্যরাত থেকেই সান্দাকফু ও ফালুটে বরফ পড়তে শুরু করে। সান্দাকফুতে হালকা তুষারপাত হলেও ফালুট ঢাকা পড়েছে বরফের চাদরে।

সিকিম আবহাওয়া বিভাগের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানান, সান্দাকফুতে হালকা তুষারপাত হলেও ফালুটে ভারী তুষারপাত হয়েছে। অসময়ে পাহাড়ে বরফ দেখতে পেয়ে খুশি পর্যটকরা। এই তুষারপাতে খুশি পাহাড় ও সমতলের পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। তাঁরা আশাবাদী অসময়ে বরফ পড়ার খবরে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে দার্জিলিং-এ।

সাগরদিঘিতে সরানো হল কনস্টেবলকে, বুথ পরিদর্শনে তৃণমূল প্রার্থীকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

মুর্শিদাবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের সামসাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে ২০০ মিটারের মধ্যে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল থাকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানালেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ সাহা। বিজেপি অভিযোগের পরেই সরিয়ে দেওয়া হল কনস্টেবলকে। রিটার্নিং অফিসারের কাছে রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন।

আবার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ সাহার বিরুদ্ধে বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান নিয়ে ঘোরার অভিযোগ উঠেছে। যদিও দিলীপের দাবি, তিনি ২০০ মিটারের মধ্যে নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে যাননি। অন্যদিকে, বুথ পরিদর্শনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুললেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ২১০ নম্বর বুথে পরিদর্শনে গেলে তাঁকে ঢুকতে বাধা দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিষয়টি নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেবাশিস।

সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বুঝিয়ে দিচ্ছে বিরোধীদের চুপ করিয়ে রাখার চেষ্টা করছে কেন্দ্র : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন শিবসেনা নেতা (উদ্ধব ঠাকরে) সঞ্জয় রাউত। এবার দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা মনীশ সিসোদিয়ার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বুঝিয়ে দিচ্ছে বিরোধীদের চুপ করিয়ে রাখার চেষ্টা করছে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, রবিবার রাতেই দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই।

এ প্রসঙ্গে সোমবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, মনীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বুঝিয়ে দিচ্ছে বিরোধীদের চুপ করিয়ে রাখার চেষ্টা করছে কেন্দ্র। মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ড অথবা দিল্লিই হোক, কেন্দ্রই ইডি এবং সিবিআইকে অপব্যবহার করে বিরোধী নেতাদের জেলে পাঠিয়ে অথবা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করছে। সিসোদিয়া, নবাব মালিক, অনিল দেশমুখ এবং আমি নিজেও... বিজেপিতে কি দ্রষ্টা আছে?

এদিকে, সোমবারই সিসোদিয়ার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে এক টুইট বার্তায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, 'আমাকে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ সিবিআই অফিসার মনীশের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের সকলেরই মনীশের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা রয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তাঁকে গ্রেফতারের জন্য রাজনৈতিক চাপ এত বেশি ছিল যে তাদের তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের কথা মানতে হয়েছিল।'

রাজনৈতিক প্রভুদের কথা মানতে হয়েছে সিবিআই-কে, সিসোদিয়ার গ্রেফতারিতে মন্তব্য কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, বেশিরভাগ সিবিআই অফিসার না-কি মনীশের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু, "রাজনৈতিক প্রভুদের" কথা মানতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

সিসোদিয়ার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে এক টুইট বার্তায় সোমবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, 'আমাকে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ সিবিআই অফিসার মনীশের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের সকলেরই মনীশের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা রয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তাঁকে গ্রেফতারের জন্য রাজনৈতিক চাপ এত বেশি ছিল যে তাদের তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের কথা মানতে হয়েছিল।'

শিবমোগা বিমানবন্দর দেশকে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী, বললেন যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এই এয়ারপোর্ট

শিবমোগা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): কর্ণাটকের শিবমোগা বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার দুপুরে শিবমোগা বিমানবন্দর দেশকে উৎসর্গ করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই বিমানবন্দর উল্লেখযোগ্যভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে শিবমোগা বিমানবন্দর। উদ্বোধন করার প্রাক্কালে এদিন শিবমোগা বিমানবন্দর ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল বিল্ডিং প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ জন যাত্রী সামলাতে পারবে।

শিবমোগা বিমানবন্দর উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, আগে যখন কর্ণাটকের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হত, তখন তা শুধুমাত্র বড় শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন গ্রামেও উন্নয়ন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এটি শুধুমাত্র একটি বিমানবন্দর নয়; এই অঞ্চলের তরুণদের স্বপ্ন পূরণের একটি উপায়।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কর্ণাটক গত কয়েক বছরে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন জল জীবন মিশনের অধীনে ৯৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দু''টি রেল প্রকল্প, একাধিক রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প, বহু-গ্রাম প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এছাড়াও কর্ণাটকের শিবমোগায় ৪৪টি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কনভয়ে হামলা, মামলা দায়েরের অনুমতি হাই কোর্টের

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় বিজেপিকে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট।

সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন হয়। মামলা দায়েরের অনুমতিও দেওয়া হয়। বারবার নিশীথ প্রামাণিকের উপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন মামলাকারীর আইনজীবী। তিনি আদালতে বলেন, "কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও বারবার হামলা হচ্ছে। সিবিআইকে এর তদন্তভার দেওয়া হোক।" এছাড়া দিনহাটায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও জানানো হয়েছে। আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

শনিবার কোচবিহারের দিনহাটায় নিশীথের কনভয়ে হামলা চালানো হয়। বোমা, গুলি এবং পাথর ছুড়ে হামলা চালানো হয়েছিল বলেও অভিযোগ ওঠে। এর পরেই রাজ্য বিজেপির পক্ষে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু হয়। সেই কাণ্ড নিয়েই হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিজেপি। বিজেপির তরফে আইনজীবী সূর্যনীল দাস প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি শ্রীবাস্তবের বেঞ্চ সেই মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাবরশা মন কেড়েছে বিদেশিদেরও কোথায় মেলে এই ঐতিহাসিক পদ ?

শ্রীকান্ত পাত্র, ঘাটাল: বাবরশা! হোয়াট ইজ দিস? গত জানুয়ারি মাসে শীতের সময় হুগলির কামারপুকুর যাওয়ার পথে চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই মোড়ে গাড়ি থামিয়ে চা পান করতে নেমেছিলেন সস্ত্রীক জন স্টিফেন। সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে এসেছিলেন তিনি। ক্ষীরপাই হালদার দিঘির মোড়ে দোকানের শো কেশে সাজানো বিচিত্র ওই খাবারের ধরণ দেখে দোকানিকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। জন স্টিফেন একজন লোকসংস্কৃতি গবেষক। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষণা করছেন লোকসংস্কৃতি নিয়ে। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষীরপাইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী তনুপ ঘোষ। তিনি জন স্টিফেনকে ভাঙা ইংরেজিতে বুঝিয়েছিলেন, এ নেম অফ এ সুইট মেড অফ।

সেই বাবরশার জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন) তকমা পেতে জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করল ক্ষীরপাই পুরসভা কর্তৃপক্ষ ও ক্ষীরপাই পুরসভার ব্যবসায়ীরা।

ক্ষীরপাই পুর শহর বিখ্যাত তার বাবরশা মিষ্টির জন্য। ক্ষীরপাই পুরসভা কর্তৃপক্ষের দাবি, এমন ধরনের মিষ্টি ভূ-ভারতে নেই। তাহলে তার জিআই তকমা পাবে না কেন? বলাই বাহুল্য, বাবরশা মিষ্টির জিআই তকমার দাবি কয়েক বছরের। ক্ষীরপাই পুর শহর প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন। তার আগে থেকেও প্রাচীন জনপদ হিসাবে খ্যাত ক্ষীরপাই। এখানে আর্মেনিয়ানরা কুঠি বানিয়েছিল ইংরেজ আমলে। ময়দা ও ঘিয়ের ময়াম দিয়ে মেখে ঘিয়ে ভাজা শত ছিদ্র এই মিষ্টির জন্ম নিয়ে নানা কথা প্রচলিত।

ক্ষীরপাই পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭৪০ থেকে ১৭৬০ সালে বর্গির আক্রমণ ঠেকাতে এডওয়ার্ড বাবর নামে এক ব্রিটিশ প্রশাসক এসেছিলেন ক্ষীরপাইয়ে। তখন সেই জনপদের অলিতে-গলিতে তৈরি হত এই মিষ্টি। কোনও নাম ছিল না। কথিত আছে, এডওয়ার্ডের দাপটে বর্গি হানা থেমে গিয়েছিল। খুশি হয়ে এক মিষ্টি ব্যবসায়ী নাকি তাঁকে ঘিয়ের কড়া পাকে ভেজে এই মিষ্টি খাইয়ে ছিলেন। তাতেই এডওয়ার্ডের দিল খুশ হয়ে যায়। তাঁর নামেই নাকি সেই মিষ্টির নাম হয়ে যায় বাবরশা। যদিও এই নামকরণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

কিন্তু নামে কি এসে যায়! বললেন ক্ষীরপাই পুরসভার টানা ৩০ বছরের চেয়ারম্যান দুর্গাশংকর পান। তিনি বলেন, "এই ধরণের মিষ্টি ভূ-ভারতে নেই। তাই আমাদের অনেক দিনের দাবি এই মিষ্টির জিআই তকমার। গত কয়েক বছর ধরে আমরা চেষ্টা করে চলেছি। এখানকার ব্যবসায়ীরাও অনেক দিন থেকে দাবি করে আসছেন।"

মূলত রসগোল্লার জিআই তকমার বিতর্কের সময়ই এই বাবরশার জিআই তকমার বিষয়টিও সামনে আনা হয়েছিল। তিনি বলেন, "সব বাধা কাটিয়ে শুক্রবার বাবরশা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আমরা তুলে দিয়েছি জেলা প্রশাসনের হাতে। আর তার কপি দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের কাছেও।"

ক্ষীরপাই ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তথা পুর শহর তৃণমূল সভাপতি বীরেশ্বর পাহাড়ি বলেন, "ক্ষীরপাই শহরের ব্যবসায়ীরা অনেক দিন ধরেই বাবরশা মিষ্টির জিআই তকমার দাবি করে আসছেন। আমরাও চাই এই মিষ্টি জিআই তকমা পাক। জিআই তকমার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকেও চেষ্টা করা হচ্ছে।"

ওভেন ছাড়াই বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন স্পঞ্জ কেক

সামনেই বড়দিন। কেক ছাড়া বড়দিন তো জমবেই না। তার উপর সেই কেক যদি নিজের হাতের তৈরি হয়, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু বাড়িতে ওভেন নেই? ভাবছেন কেক বানাবেন কি করে? নো চিন্তা। ঝটপট জেনে নিন ওভেন ছাড়াই স্পঞ্জ কেক বানানোর পদ্ধতি।

মাখন -১/৪ কাপ, চিনি- ৩/৪ কাপ, দুধ ১/৪ কাপ, ময়দা ১ কাপ,কোকো পাউডার ১/৪ কাপ, বেকিং পাউডার- দেড় চা চামচ, ডিম-২ টি, নুন খুব সামান্য,ভ্যানিলা এসেন্স-১ চা চামচ, বেকিং মোল্ড বা অ্যালমোনিয়ামের বাটি।

তৈরি করুন এভাবে-

একটা বাটিতে ডিম ভালো করে ফেটিয়ে নিন। ৪-৫ মিনিট ধরে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। যতক্ষণ না ঘন হয়ে আসছে। এবার তার মধ্যে মাখন দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফেটিয়ে নিন। তারপর চিনি দিন। সমস্তটা মিশে গেলে এবার তাতে অল্প অল্প করে ময়দা-কোকো পাউডার চালুনি দিয়ে চেলে মিশিয়ে নিন, নাড়তে থাকুন। এরপর দুধ দিয়ে দিন। তারপর বেকিং পাউডার, নুন আর ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে মিশিয়ে নিন। খেয়াল রাখতে হবে যেন দলা পাকিয়ে না যায়। এবার যে বাটিতে কেক বানাবেন তার গায়ে মাখন মাখিয়ে কিছুটা ময়দা লাগিয়ে একটা কোটিং তৈরি করে নিন। তারপর ঢেলে দিন কেকের ব্যাটার।

এবার গ্যাস ওভেনে প্রেসার কুকার বসান। তাতে একটা নুনের মোটা আস্তরণ দিন। কিন্তু মনে রাখবেন প্রেসার কুকারের ঢাকনায় যে গার্ডার থাকে সেটি ব্যবহার করা চলবে না। এভাবে ৩-৪ মিনিট গরম করে নিন। তারপর খুব সাবধানে কেকের ব্যাটার ঢেলে রাখা বাটি বসিয়ে দিন। আবার ঢাকনা আটকে (গার্ডার ছাড়া) মাঝারি আঁচে ৩০ মিনিট মতো রাখুন। তারপর ঢাকনা খুলে একটা কাঠি কেকের মধ্যে ঢুকিয়ে বের করে আনুন। যদি দেখেন কাঠির মধ্যে কেকের কিছু না লেগে থাকলে, তাহলে বুঝবেন আপনার কেক তৈরি। নাহলে আরও কয়েক মিনিট রাখুন ঢাকনা দিয়ে একইভাবে। কুকারটি ঠান্ডা হয়ে গেলে বাটি বের করে নিন। ছুড়ির সাহায্যে বাটির চারধারটা একটু হালকা করে নিয়ে একটা থালায় ঢেলে নিন কেক। বাদাম দিয়ে সাজিয়ে কিংবা চকোলেট দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন আপনার কেক।

মাশরুমের লোভনীয় পদ

এক কাজে দুই লক্ষ্যপূরণ। জঙ্গল বাঁচাতে বিকল্প আয়ের পথ দেখাচ্ছে মাশরুম । আর সেই চাষের ফলে মাশরুমের নানা পদে এবার সেজে উঠবে পর্যটকদের পাত। শীতের পুরুলিয়ায় অসীম সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি এবার পর্যটকদের রসনাতৃপ্তিতেও বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি মাশরুম চাষে জোর দিয়ে জঙ্গল বাঁচানোর পাঠও দেওয়া হচ্ছে সেখানে।

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে যৌথ বন পরিচালন সমিতির সদস্যদের মহিলাদের মাশরুম চাষাবাদের পাঠ দিচ্ছে বনদপ্তর। এই চাষাবাদের মাধ্যমেই এবার থেকে নতুন বছরে পাহাড়ে আসা পর্যটকদের ডিশে থাকতে চলেছে অযোধ্যার মাশরুমের নানা পদ।

পুরুলিয়া বিভাগের ডিএফও দেবাশিস শর্মা বলেন, "মাশরুম চাষের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবার মাসিক ছ' থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে পারবেন। ফলে তাঁদের আর জঙ্গল থেকে কষ্ট করে জ্বালানির কাঠ কেটে হাটে-বাজারে নিয়ে যেতে হবে না। প্রথম ধাপে ছ'টি যৌথ বন পরিচালন সমিতির সদস্যদের এই পাঠ দেওয়া হয়। ধাপে ধাপে বাকিগুলি করা হবে।"

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, অযোধ্যা রেঞ্জ এলাকায় মোট ২৫ টি যৌথ বন পরিচালন সমিতি আছে। প্রথম ধাপে ছ'টি সমিতির সদস্যদের পরিবারকে দুর্গাপুর থেকে মাশরুম চাষের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাকিগুলিকেও ধাপে ধাপে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শনিবার কর্মশালায় হাজির হয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন ডিএফও। জানা গিয়েছে, প্রতি কেজি বীজ থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচ কেজি মাশরুম চাষ হয়। ফলত প্রথম ধাপে এই চাষাবাদের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে নিজেরাই এই চাষ বাড়িতে করতে পারবে বলে আশাবাদী বনদপ্তর।

শুধু তাই নয়, এই উদ্যোগের সাফল্যে অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন হোটেল, পর্যটক আবাসে পর্যটকদের মেনুতে যুক্ত হতে চলেছে অযোধ্যার পাহাড়ে চাষ হওয়া মাশরুমের হরেক পদ।

পুরুলিয়া বনবিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পাহাড়ের প্রচুর মানুষ জঙ্গল থেকে জ্বালানির জন্য কাঠ কেটে তা কয়েক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পাহাড়তলির হাটে, বাজারে বিক্রি করে সামান্য টাকা উপার্জন করেন। এই মাশরুম চাষ সফল হলে তাঁদের আর জঙ্গলের কাঠের উপর নির্ভর করতে হবে না। বিকল্প আয়ের উৎস হবে মাশরুম। সেই সঙ্গে রসনাতৃপ্তি ।

ম্যাগির মধ্যে আইসক্রিম !

আজব রেসিপির ভিডিও দেখে হেসে খুন নেটিজেনরা

ফিউশন ফুড নিয়ে মাতামাতি। আর সেই ফিউশন ফুডের চক্করে পড়ে সিঙারা, পাউরুটি আর চকোলেট গেল মিশে! হাঁ, ঠিকই পড়েছেন। এই তিনটে মিশিয়েই বাজারে এসেছে এক নতুন খাবার, 'চকোলেট সিঙারা পাও!' ব্যাপারটা একটু খোলসা করে যাক বরং। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। যেখানে এরকমই এক নতুন খাবারের খোঁজ পেলেন নেটিজেনরা। হইহই করে এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই ভিডিও দেখে নেটিজেনদের একাংশ তো ক্ষেপে লাল। অনেকে আবার বেশ প্রশংসাও করলেন।

এমন ভিডিও এর আগেও ভাইরাল হয়েছিল। যেখানে দেখা গিয়েছিল চকোলেট বিরিয়ানি, স্ট্রবেরি বিরিয়ানি বানানোর রেসিপি। এমনকী, রসগোল্লার সঙ্গে তেঁতুলজল মিশিয়েও রাস্তায় বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে আজব ফিউশন ফুড। খাদ্যপ্রেমিক নেটিজেনরা কিন্তু মোটেই পছন্দ করেননি এসব খাবার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝে মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে নানারকম ফিউশন ফুডের ভিডিও। কখনও তা তেঁতুলের রসগোল্লা, কখনও বিরিয়ানিতে চকোলেট। তবে এবার ফিউশন ফুডের তালিকায় ঢুকে পড়ল ম্যাগি আর র‍্যাস্পবেরি আইসক্রিম! ভাবছেন, ম্যাগির সঙ্গে আইসক্রিম? এ আবার কেমন খাবার?

ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। রেডিও সঞ্চালক রোহন সম্প্রতি তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যে ভিডিওয় দেখা গিয়েছে এক ম্যাগি বিক্রেতা ম্যাগির সঙ্গে র‍্যাস্পবেরি আইসক্রিম মিশিয়ে নতুন ধরনের এক খাবার বিক্রি করছে।

রান্নাটা বড্ড সহজ। ঠিক যেভাবে ম্যাগি তৈরি করা হয়, সেভাবেই ম্যাগি তৈরি করে ফেললেন বিক্রেতা। আর তার মধ্যে ঢেলে দিলেন র‍্যাস্পবেরি আইসক্রিম। তবে প্লেটের মধ্যে বরং আইসক্রিমের বিস্কুট কোনের মধ্যে এই র‍্যাস্পবেরি ম্যাগি ঢেলে দিয়ে ক্রেতার হাতে তুলে দিচ্ছেন এই ম্যাগি বিক্রেতা। যার স্বাদ কিনা দুর্দান্ত। তবে এই র‍্যাস্পবেরি ম্যাগির স্বাদ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে আবার মোটেই ভালভাবে নিচ্ছেন না এই ম্যাগি।

প্রসঙ্গত, ফিউশন ফুডের বাজার এখন রমরমা। খাদ্যপ্রেমিকদের চাহিদা মেটাতে রেস্তরাঁ থেকে স্ট্রিট ফুড সব জায়গাতে এখন

সোমবার আগরতলায় ডিএসও এর উদ্যোগে শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদের স্মরণ সভা আয়োজিত হয়।

সুশাসনই যে কোনও সরকারি কাজ অথবা প্রকল্পের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুশাসনই যে কোনও সরকারি কাজ অথবা প্রকল্পের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অমৃতকালের বাজেট কীভাবে 'শেষ মাইল পৌঁছনো'''-র উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তা নিয়ে সোমবার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কাজ যখন পরিমাপযোগ্য ও ক্রমাগত নিরীক্ষণ করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ হয় এবং পছন্দসই ফলাফল পাওয়া সম্ভব। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শেষ মাইল পর্যন্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে সরকার।

তিনি আরও বলেন, সুশাসনের ওপর যত বেশি জোর দেওয়া হবে, শেষ মাইল পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্য তত সহজে পূরণ হবে।

তিনি আরও বলেন, সরকারের কোনও কাজ নিয়মিত মনিটরিং করলে সময়মতো লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। প্রধানমন্ত্রী দেশের উপজাতীয় ও গ্রামীণ এলাকায় শেষ মাইল পর্যন্ত পৌঁছানোর মন্ত্র গ্রহণ করার জরুরি প্রয়োজনের ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, সরকার দেশের উপজাতীয় জনগণের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট আদিবাসী উন্নয়নে নিবেদিত হয়েছে। একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এমনই একটি উদাহরণ।

মোদী বলেন, রাস্তার বিক্রেতাদের সমর্থন করা প্রধানমন্ত্রী স্বানিধি হোক বা ই-সঞ্জীবনী স্কিম দশ কোটি টেলিকনসালটেশনের মাইলফলক ছুঁয়েছে, কেন্দ্রের স্কিমগুলি শেষ মাইল পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি শেষ মাইল পর্যন্ত পৌঁছতে একটি সফল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি এই লক্ষ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কথাও বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং সময়সীমাবদ্ধ বিতরণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

জল না পানি, "উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বাংলাকে কলুষিত করা হচ্ছে" : ডঃ মোহিত রায়, সমাজকর্মী

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জল না পানি শিল্পী শুভাপ্রসন্নের মন্তব্যের জেরে শুরু হওয়া এই বিতর্ক এখনও চলছে। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করলেন সমাজকর্মী-অধ্যাপক ডঃ মোহিত রায়।

মোহিতবাবুর কথায়, "প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে বাংলা মাতৃভাষা হলেই সে বাঙ্গালী হয়ে যায় না। বাঙালি হতে হলে তাকে পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের অংশ হতে হয়। বাংলাভাষী মুসলমানদের অধিকাংশ সেজন্যই বাঙ্গালী নন। তাঁরা সেটা জানেন বলেই নিজেদের সন্তানদের নাম রাখেন আরবী ফার্সিতে, নমস্কার বলেন না বলেন সেলাম আলাইকুম।

যে কোন ভাষায় বিদেশী শব্দর প্রবেশ স্বাভাবিক, তা ভাষাকে প্রসারিত করে। কিন্তু ইসলামী দখলদারী মানসিকতায় উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বাংলাকে কলুষিত করা হচ্ছে দাওয়াত, আম্মা আব্বা, পানি, আসমান এনে। এর পরবর্তী ধাপ হবে এই কলুষিত বাংলা ভাষাকেই বাঙ্গালীর ভাষা বলে দাবী করা, যা শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই ১৯৩৪ সালেই বলে গেছেন — "আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্ট রূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তাঁরা বাংলা পরিত্যাগ করে উর্দু গ্রহণ করতে পারেন"। শুধু মানুষের অনুপ্রবেশ নয় এই ভাষা অনুপ্রবেশকেও বিতাড়িত করতে হবে।"

তাপস মণ্ডলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল সিবিআই

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলের। বর্তমানে তিনিও জেলে রয়েছেন। আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত তাপস মণ্ডলকে জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাই এবার তাপস মণ্ডলের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল সিবিআই। তদন্তের স্বার্থেই আজ সোমবার তাপস মণ্ডলের অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেন বন্ধ করে দিল সিবিআই। আর তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট খতিয়ে দেখছেন সিবিআই অফিসাররা। সে টাকা আয়ের উৎস কি সেটাই জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

২০১৪ সালের প্রাথমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছে তাতে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হলেন এই তাপস মণ্ডল এমনটাই জানা গিয়েছিল সিবিআই সূত্রে। অযোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রভাবশালীদের মারফত চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। বর্তমানে আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে রয়েছেন তাপস। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে যে বিপুল পরিমাণের টাকা পাওয়া গেছে সেই টাকা দুর্নীতির টাকা কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

নেলোরে নৌকা দুর্ঘটনায় ৬ যুবক নিখোঁজ, শুরু অনুসন্ধান অভিযান

নেলোর(অন্ধ্রপ্রদেশ), ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দশজনেরও বেশি বন্ধু একটি নৌকা নিয়ে বড় একটি ঝিলে যাত্রা করে ঝিলের মাঝখানে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। নৌকাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে ছয় যুবক নিখোঁজ এবং অন্য চারজন সাঁতরে নিরাপদে চলে যায়। পুলিশ ও স্থানীয়দের মতে, রবিবার সন্ধ্যায় শ্রী পট্টি শ্রীরামুলু নেলোর জেলার পোদালাকুরু মণ্ডলের টোডেরুর দশ যুবক গ্রামের রত্নাগিরি ঝিলে গিয়েছিলেন ঘুরতে।

মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত একটি নৌকায় চড়ে মাঝখানে যাওয়ার সাথে সাথে নৌকাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। বিষ্ণু, কিরণ, ওন্টেরু মহেন্দ্র এবং মহেশ অল্প দূরে সাঁতরে গাছে ধরে ফেললে স্থানীয়রা তাদের তীরে নিয়ে আসে।

নিখোঁজ ব্যক্তিরা হলেন বালাজি, মান্নুর কল্যাণ, বাট্টা রঘু, চল্লা প্রশান্ত, আলি শ্রীনাথ এবং পি সুরেন্দ্র। পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়নি। সোমবার সকাল থেকে ফের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৬ যুবকের খোঁজ পাওয়া যায় নি।

মাতৃহারা অপরাজিতা আঢ্য

কলকাতা,২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স): মাকে ছাড়া অনেকেরই এই পৃথিবীটা শূন্য মনে হয়। সেটা সেলিব্রিটি হোক কিম্বা সাধারণ মানুষ। মা সকলের কাছেই সমান। কিন্তু এবার সেই মাকে হারিয়ে ফেললেন টালিপাড়ার অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য। বার্ধক্যজনিত কারণে অনেকদিনই অসুস্থ ছিলেন তিনি। সম্প্রতি শরীর বেশ খারাপ থাকায় গত ২২ জানুয়ারি জন্মদিন সেলিব্রেট করেননি অভিনেত্রী। সোমবার হাওড়ায় সকাল ৯.৩০টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অপরাজিতার মা তৃপ্তি আঢ্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই শোক সংবাদ শেয়ার করেন অভিনেত্রী নিজেই। সোমবার সকালে অপরাজিতা আঢ্য মায়ের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। পাশাপাশি তিনি লেখেন, 'মা আজ সকাল ৯.৩০ চলে গেলেন অখন্ড শাসন দন্ড ত্রস্ত হলো তার... মার আত্মার শান্তি হোক। যারা পরিচিত সবার নম্বর আমার কাছে নেই তাদের সকলকে এই পোস্টটির মাধ্যমে জানালাম'। অনেকদিন ধরেই অসুস্থতায় ভুগছিলেন অভিনেত্রীর মা। বরাবরই নিজের জন্মদিন ধুমধাম করে পালন করেন অপরাজিতা আঢ্য। বাড়িতেই পার্টির আয়োজন করেন, বন্ধু বান্ধব, কাছের মানুষদের সঙ্গে থাকেন এদিন। তবে এবছর জন্মদিনে মাকে দেখতে হাওড়ায় মায়ের কাছে গিয়েছিলেন তিনি। সেদিনই তিনি জানিয়েছিলেন যে, মা খুব অসুস্থ। তাই এবছর জন্মদিন সেলিব্রেট না করে মায়ের কাছেই কাটাবেন।

ডেনমার্কের যুবরাজ ও যুবরানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে হয়েছে কথা

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারত সফরে আসা ডেনমার্কের যুবরাজ ফ্রেডেরিক এবং যুব রানী মেরি এলিজাবেথের সঙ্গে বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর সোমবার দেখা করেছেন। টুইট করে ডক্টর এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, বিশেষ করে সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং ডিজিটাল পরিষেবা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়।

ডেনমার্কের রাজ দম্পতি চার দিনের ভারত সফরে এসেছেন। রবিবার নয়াদিল্লি পৌঁছন এই দম্পতি। আর সোমবার বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ডেনমার্কের যুবরাজ ফ্রেডেরিক এবং যুব রানী মেরি এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করেছেন। জয়শঙ্কর টুইট করে জানিয়েছেন, নতুন ভারতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন রাজ দম্পতি। সবুজ কৌশলগত অংশীদারিত্বই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার চালিকাশক্তি।

স্বেচ্ছাসেবকের জন্য দরখাস্ত আহ্বান জাতীয় যুব বাহিনীর

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকার দেশ গড়ার কাজে দেশের যুব শক্তিকে যুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। স্বাস্থ্য, সাক্ষরতা, শৌচাগারের ব্যবহার, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ সহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হবে। জাতীয় যুব বাহিনীর অধীনে এই সদস্যরা জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে অথবা বিভিন্ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণে প্রশাসনকে সাহায্য করবে।দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীরা এই কর্মসূচি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিতে পারবেন। ২০২৩-এর পয়লা এপ্রিল তাদের বয়স হতে হবে ১৮-২৯এর মধ্যে। তবে স্বেচ্ছাসেবকরা কোনও নিয়মিত পাঠক্রমে যুক্ত থাকতে পারবেন না। তাদের এই কাজ সবেতন কোনো কর্মসূচী বলে বিবেচিত হবে না।

স্বেচ্ছাসেবকরা কেউ পরবর্তীতে এই কাজের জন্য সরকারি চাকরির দাবি জানাতে পারবে না। তাদের প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। পুরো কর্মসূচির মেয়াদ ২ বছরের। আগ্রহী যুবক-যুবতীরা নেহরু যুব কেন্দ্রের ওয়েবসাইট দ্রাদ্ধ্.দ্ভ্রত্মদ্র-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন। অললাইনে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে আগামী ৯ মার্চের মধ্যে যুবক-যুবতীরা নেহরু যুব কেন্দ্রের অধীনে তাদের সংশ্লিষ্ট জেলায় আবেদন জমা দিতে পারবেন।

'দিদির সুরক্ষাকবচ', মহম্মদবাজারে অসন্তোষের মুখে শতাব্দী

বীরভূম, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "জল নেই, আবাস যোজনার বাড়ি নেই, মেলেনি শৌচাগার", খয়রাশোলের পর এবার মহম্মদবাজারে অসন্তোষের মুখে পড়লেন শতাব্দী রায়। দিদির সুরক্ষাকবচ কর্মসূচিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের অসন্তোষের মুখে তৃণমূল সাংসদ।

বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা থেকেও বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জেলার উন্নয়ন বৈঠকে ৯৯ শতাংশ শৌচাগার তৈরির রিপোর্ট পেশ হয়েছে", তার পরেও কেন কাজ হয়নি, খোঁজ নেব, বললেন শতাব্দী। প্রসঙ্গত, বীরভূমে এর আগেও দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েন শতাব্দী রায়। সিউড়ির কৈখি গ্রামে তাঁর গাড়ি আটকে রাস্তা, পানীয় জল নিয়ে অভিযোগ করেন এক বৃদ্ধা। পরে গ্রামে গেলে সেখানেও রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা।

সোমবার আবার নিজের সংসদীয় এলাকায় ক্ষোভের মুখে পড়লেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। তিনি মহম্মদবাজারে "দিদির সুরক্ষা কবজ" কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই মহিলারা সাংসদকে ক্ষোভ জানিয়ে বলেন," কেন গ্রামের সব বাড়িতে শৌচাগার হয়নি? কেন প্রকৃত প্রাপকরা আবাস যোজনায় বাড়ি পাননি? কেনই বা বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা ?"

সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, "জেলার উন্নয়ন বৈঠকে ৯৯ শতাংশ শৌচাগার তৈরির রিপোর্ট রয়েছে। তারপরও কেন এখানে হয়নি ? আমি খোঁজ নেব।"

অন্যদিকে, আবার সিউড়ির আলুন্দা পঞ্চায়েতের জুনিদপুর গ্রামে বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীদেরই একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় খেলার মাঠ বিক্রি করে দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান, আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির জন্য কাটমানি নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা।

রাজভবনের কড়া বার্তায় পাল্টা প্রতিক্রিয়া মদন-ফিরহাদের

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে নিয়ে ঝাঁঝালো প্রতিক্রিয়া দিলেন তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র। মুখ খুলেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও।

কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক এদিন বলেন, "কেউই আমাদের রাজ্যপাল নয়, বিজেপির রাজ্যপাল। এই রাজ্যপাল ভেবেছিলেন আস্তে আস্তে সিঁধ কাটব। এত সহজে আসল চেহারাটা ধরা পড়ে যাবে ভাবেননি। রাজ্যপাল এটা ভুলে গিয়েছেন, উনি অ আ ক খ শিখেছেন, কিন্তু এখনও সিএটি ক্যাট, বিএটি ব্যাট শেখেননি। পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে লড়তে গেলে পশ্চিমবঙ্গকে চিনতে হবে। এই রাজ্যপাল অ-আ-ক-খ শিখলেও, রাজ্যের রাজনীতি শেখেননি।"

শুধু মদন মিত্র নন, মুখ খুলেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। তিনি বলেন, "রাজ্যপালের মুখ্যমন্ত্রীর উপর বিশ্বাস রাখা উচিত। উত্যক্ত করে এমন কয়েকজন নেতা গিয়ে ওঁকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। উনি শিক্ষিত মানুষ, যেন প্রভাবিত না হন"।

নিশীথ প্রামাণিকের কনভয় আক্রমণের ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিবাদ করছে বিজেপি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে, শনিবারই রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই অবস্থায়, রাজভবনের তরফে কড়া বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, রাজ্যে কখনও কোথাও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে রাজ্যপাল চুপ থাকবেন না।

জগদীপ ধনকর রাজ্যপাল থাকাকালীন, তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছিল। এবার সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের সম্পর্ক এবার কোন খাতে বয়, সেদিকেই নজর সকলের।

খুনের ঘটনায় সাক্ষীকে হুমকি, পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে হাই কোর্টে

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারকে খুনের ঘটনায় সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। মৃতের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, শনিবার বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী সাক্ষীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেন। পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এর আগে, রবিবার বেলেঘাটায় সরকার-পরিবারের মা ও ছেলের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নারকেলডাঙা থানাকে নোটিস দিতে নির্দেশ দেন। সোমবার দুপুরে এই মামলার শুনানি। সোমবার শিয়ালদহ আদালতে কাঁকুড়গাছির বিজেপিকর্মী খুনের ঘটনায় তাঁর মায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ রয়েছে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হিংসার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। ওই বছরের ২ মে ফল ঘোষণার দিন কাঁকুড়গাছির শীতলাতলা লেনের বাসিন্দা অভিজিৎ সরকারের দেহ উদ্ধার করা হয়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করে অভিজিতের পরিবার। ভাইকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর দাদা বিশ্বজিৎ সরকার।

কিশনগঞ্জে হাতির হানা অব্যাহত, ক্ষতিগ্রস্ত চাষের জমি

কিশনগঞ্জ, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিহারের কিশনগঞ্জের দিঘলব্যাংক এলাকায় হাতির হানা অব্যাহত। সোমবার ধনটোলা গ্রাম পঞ্চয়েতের খোশো টোলা গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় ভুট্টাখেতে দাপিয়ে বেড়ালো হাতির দল। তছনছ করেছে চাষের জমি।

কয়েকদিন ধরেই সীমান্তের ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থান করছে হাতি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাতির দলটি নো ম্যানস ল্যান্ডে অবস্থান করছে। রাত হলেই হাতির পাল এপারে ঢুকে ভুট্টাখেত তছনছ করছে। ফলে দিঘলব্যাংক এলাকায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা। হাতি তাড়াতে বনকর্মীদের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধনটোলা পঞ্চায়েতের মনরেগা ভবনে বনকর্মীরা শিবির করেছেন। শিবিরে রয়েছেন বনাধিকারিক উমানাথ দুবে।

ইতালিতে পাথরে ধাক্কা লেগে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জাহাজডুবি মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৫

রোম, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ইতালির ক্যালাব্রিয়ার দক্ষিণ উপকূলে অভিবাসী বহনকারী একটি নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৫ হয়েছে। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং দক্ষিণ ইতালির সমুদ্র সৈকতে তীরবর্তী রিসোর্ট স্টেকাটো ডি কুত্রর কাছে। একটি পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ডুবে যায়।

ইতালির পুলিশ ও উপকূলরক্ষী এ তথ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি জানিয়েছে, ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ৮০ জনকে। তাদের মধ্যে কয়েকজন সাঁতরে তীরে পৌঁছতে সক্ষম হন। উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, ডুবে যাওয়ার আগে জাহাজে ১৪০ থেকে দেড়শজন যাত্রী ছিলেন। তীর থেকে ছেড়ে কয়েক মিটার এগিয়ে যাওয়ার পর একটি পাথরের সঙ্গে জলযানটির ধাক্কা লাগে। উত্তাল সমুদ্রে জাহাজটি কয়েক টুকরো হয়ে যায়। যার কিছু ধ্বংসাবশেষ উপকূলের প্রায় ৩০০ মিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।নিহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশু রয়েছে। নিখোঁজদের উদ্ধারে অনুসন্ধান চলছে। অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা জেট স্কিতে করে তাদের খোঁজ করছেন। কিন্তু সাগর উত্তাল হওয়ায় উদ্ধার অভিযান কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইতালীয় বার্তা সংস্থা অ্যাডনক্রোনোস বলেছে, ডুবে যাওয়া জাহাজটির যাত্রীরা ইরান, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের নাগরিক। বার্তা সংস্থা আনসার দাবি, ওই জাহাজে ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান এবং সিরিয়া থেকে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে মধ্য-ভূমধ্যসাগরে অন্তত ২০ হাজার ৩৩৩ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার মিসিং মাইগ্রেন্টস প্রোজেক্ট।

উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ, তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

তুফানগঞ্জ, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ তুফানগঞ্জে। তৃণমুলের অভিযোগ, রবিবার তুফানগঞ্জের ঘোগারকুঠি কালীবাড়ি এলাকায় গভীররাতে কার্য্যালয়ের সামনে দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সোমবার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা বিক্ষোভ-মিছিল করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রয়েছে পুলিশবাহিনীও। পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বাসুদেব রায় জানান, রবিবার গভীর রাতে তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি কালীবাড়ি এলাকায় তৃণমূলের কার্য্যালয়ের ঢুকে তাদের পতাকা-ফেস্টুন ছিঁড়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি আগুন লাগিয়ে দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার সকালে এলাকায় মিছিল বের করে তৃণমূল। সেই নিয়েই উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

বিজেপির মন্ডল সভাপতি চিরঞ্জিত দাস জানান, তৃণমূল যে অভিযোগ করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শান্ত এলাকাকে অশান্ত করতেই পরিকল্পনা মাফিক এই ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূলেরই দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় বিজেপির কোনও কর্মী যোগ নেই।

ট্রেনের সামনে মরণঝাঁপ নবদম্পতির, চাঞ্চল্য অশোকনগরে

বারাসত, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার ভোরের ট্রেনের সামনে মরণঝাঁপ দিয়ে নিজেদের শেষ করে দিল এক নবদম্পতি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার বাসিন্দা তুষার দাসের(২২) সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেম ছিল এক নাবালিকার। ভালবাসার টানেই তুষারের হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল নাবালিকা। সেই সময়ে ওই নাবালিকার ১৮ বছর হতে মাত্র ৬ মাস বাকি ছিল। তবু পরিবারের অনুমতি ছাড়া প্রেমিকের সঙ্গে দিন চার আগেই বিয়ে সেরে ফেলেছিল সে। বিয়ে করে তুষারের বাড়িতে বউ হিসেবেই সংসার করছিল নাবালিকা। কিন্তু ওই নাবালিকার বাবা গত ২২ তারিখই অশোকনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তুষারের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর নাবালিকা মেয়েকে তুষার অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। সেই মামলার জেরে এদিনই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির গোপন জবানবন্দি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই এদিন ভোরবেলা সাড়ে ৪টে নাগাদ রেললাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করল নবদম্পতি। ৪টে ২০ মিনিটে আপ বনগাঁ লোকালে কাটা পড়ে তাঁরা।

"পানি শব্দের সমর্থকরা কম সাম্প্রদায়িক নন" : ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস, শিক্ষাবিদ

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "হিন্দী ভাষীরা পানি বলে। পানীয় শব্দ থেকে আসা শব্দটি তদ্ভব। এর সঙ্গে উর্দুর দূরতম সংযোগ নেই। তবু মুসলমানরা পানি বলবেই।" জল না পানি এই বিতর্কে এই মন্তব্য করলেন ভাষাচর্চার অসংখ্য বইয়ের প্রণেতা তথা প্রাক্তন উপাচার্য্য ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস।

তাঁর মন্তব্য, "জল বলবে না। জলখাবার না বলে নাস্তা বলবে! অন্ধ মূঢ়তা আর কাকে বলে। হিন্দী ভাষীরা পানিকে মুসলমানি শব্দ ভাবে না। আমরাও মধ্যযুগে পানি লিখেছি, প্রমাণ আছে। মুসলমান কোন যুক্তিতে পানিতে আটকে যায়? ওদের মনে হয় দেওবন্দের মুসলমান যখন পানি বলে, এটাই গ্রাহ্য।

পানি তো পানীয়। যা কিছু পান যোগ্য সবই পানি। জল অর্থ কিন্তু সুনির্দিষ্ট।যুক্তিকে উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি স্বীকার করা আত্মছলনা।এসব না বুঝে কথা বলে বাচাল রাজনীতি। পানি শব্দে ক্ষতি কি? একদা তো পানি আমরাও হিন্দীভাষীদের মতোই বলতাম! প্রশ্নটা মুসলমানদের করা উচিত, জল বললে আপনার ক্ষতি কি?

একতরফা ভুল যুক্তি দেখিয়ে বা বুঝে জলকে সরানো না হলে আপত্তি করতাম না। মধ্যযুগে জল পানি দু-ই ব্যবহৃত হত। আর এখন মুসলমানরা জলখাবার-ও বলবে না! এটা সাম্প্রদায়িকতা। পানি শব্দের সমর্থকরাও কম সাম্প্রদায়িক নন।"

সোমবার আগরতলায় বুথ লেভেল শান্তি সভার আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন রুটের বাস বন্ধ হওয়ার হিসেব দাবি মালিক সংগঠনের

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বৃহত্তর কলকাতায় কোন রুটে, কত বাস কিভাবে বন্ধ হয়ে গেল, পরিবহণ দফতরের কাছে সেই তথ্য দাবি করল বাস মালিক সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটস।
একটি ছবি দিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, "আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোককে দেখছেন উনি একজন বাসমালিক। অসাধারণ বন্ধু, ভাবতে পরছিনা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে নিজের বাসে কন্ডাক্টরের কাজ করতে হবে।
রাজ্যের সবচেয়ে পুরোনো রুট ৩ নং শ্রীরামপুর থেকে শ্যামবাজার খালপুল। রুটটি শুরু হয় ১৯২৭ সালে। আগে এই রুটে ৭৯ টি বাস চলতো। আজ চলে মাত্র ১ টি। মালিক নিজে ডিউটি করেন পরিবার চালানোর জন্য, এর থেকে দুর্ভাগ্য কি হতে পারে? হুগলি জেলার ১ থেকে ১২ নং রুটগুলো সবই ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে, কোথায় গেলো।
এইভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে কী কারনে বাস মালিকরা হারিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষেরা কেন বাস পাচ্ছে না, সরকারের পরিবহন দফতরের কোনও হেল দোল নাই। আজ প্রতিটা জেলার পরিবহন দফতরকে রিপোর্ট দিতে হবে ১৯২৭ সালে যদি একটি রুটে ৭৯ বাস থাকতে পারে, তাহলে আজ ২০২৩ কেন মাত্র ১ টি বাস চলবে? আর মালিক নিজে ডিউটি করছে?
সরকার বিভিন্ন কাজে বেসরকারি বাস ব্যাবহার করে, তাহলে কোলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় আজ বাস কেন কমে যাচ্ছে তার কোন রিপোর্ট কিন্তু আজ অবধি পরিবহন দফতর বা জেলা আরটিও-র কাছে সঠিক তথ্য নেই। আজ আমরা এই সঠিক তথ্য চাই। সাধারন মানুষ জানুক কেন বাস কমে যাচ্ছে। এই তথ্য পরিবহন দফতরকে প্রকাশ করতে হবে। বাস মালিকরা কেন পরিষেবা দিতে এসে আজ বঞ্চনার শিকার হবেন? এই কাঁধে ব্যাগ নেওয়া মানুষটির কথা একবার ভাবুন। এই দেখে বুঝতে পারবেন কেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটস এই দাবি করছে।"

"দিনহাটার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব, দেখি তৃণমূলের কত দুষ্কৃতী আছে", চ্যালেঞ্জ সুকান্ত-নিশীথের

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গাড়ি ঘিরে হামলার ঘটনায় রাজভবনের বিবৃতির পরেই দিনহাটা যাওয়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।
সোমবার রাতেই তিনি দিনহাটার উদ্দেশে রওনা দেবেন বলে জানান। সেই সঙ্গে তাঁর হুঙ্কার, "মঙ্গলবার দিনভর দিনহাটার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব, দেখি তৃণমূলের কত দুষ্কৃতী আছে।" মঙ্গলবার সকালেই দিনহাটায় পৌঁছে যাওয়ার কথা তাঁর। চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন নিশীথবাবুও। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সুকান্তবাবু দিনহাটায় ঘুরবেন। শনিবারের ঘটনায় যাঁরা আহত হয়েছেন, সেই সব বিজেপি কর্মীদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন সুকান্তবাবু।
শনিবার নিশীথবাবুর কনভয়ে হামলার পর থেকে বঙ্গ রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ চড়েছে। গেরুয়া শিবির রাজ্যে ৩৫৫ ধারা জারির দাবি তুলেছে। রবিবার কোচবিহার জেলা কোতোয়ালি, পুন্ডিবাড়ি, ঘোকসাডাঙ্গা, তুফানগঞ্জ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি সমর্থকেরা। কোতোয়ালি থানায় বিধায়ক নিখিলের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।
শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারদের মতো রাজ্য বিজেপির নেতারা শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্বের তরফে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও সক্রিয় কর্মসূচি এর আগে দেখা যায়নি। রবিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস একটি বিবৃতি দিয়ে নিশীথবাবুর কনভয়ে হামলার ঘটনার নিন্দা করেছেন। সেই সঙ্গে, নবান্নের কাছ থেকে দিনহাটা নিয়ে রিপোর্টও তলব করেছেন তিনি। রাজভবনের এই বিবৃতির পরেই দিনহাটায় সক্রিয় কর্মসূচি ঘোষণা করল রাজ্য বিজেপি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

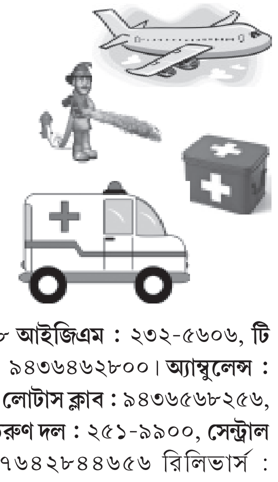

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিনহাটা কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু পুলিশের

কোচবিহার, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় এবার স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করল পুলিশ। বেছে বেছে ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেই দাবি করেছে গেরুয়া শিবির।
রবিবার রাতে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা করেছে বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের।
সূত্রের খবর, পুলিশের দায়ের করা স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় নাম রয়েছে কোচবিহারের জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিজেপি সহ সভাপতি, দিনহাটা ব্লকের বিজেপি সভাপতি-সহ মোট ২৮ জনের। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা এবং অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ মোট ২১ জনকে গ্রেপ্তারও করেছে। এদিকে, সোমবার রাতেই দিনহাটার উদ্দেশে রওনা দেবেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর হুঁশিয়ারি, "মঙ্গলবার দিনভর দিনহাটার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব, দেখি তৃণমূলের কত দুষ্কৃতী আছে।"

কলকাতার হাসপাতালে দুই খুদের মৃত্যু, অ্যাডিনো ভাইরাসের দাপটে বাড়ছে উদ্বেগ

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) :আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে অ্যাডিনো ভাইরাস। হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। তারই মাঝে সোমবার সকালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বি সি রায় হাসপাতালে মৃত্যু হল আরও দুই শিশুর। সব মিলিয়ে গত ৪৮ ঘণ্টায় প্রাণ গেল মোট চার শিশুর। বি সি রায় হাসপাতালে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ডাইরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন দেবাশিস ভট্টাচার্য্য। সংশ্লিষ্ট পরিবারের দাবি, নিহত শিশুরা জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগছিল। যদিও ডেথ সার্টিফিকেটে উল্লেখ নেই অ্যাডিনো ভাইরাসের। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিহত শিশু মাত্র ন'মাস বয়সি। হুগলির চন্দননগরের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে খবর, গত দশদিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগছিল। সঙ্গে ছিল শ্বাসকষ্ট। একাধিক হাসপাতাল ঘুরে গত ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাকে। সোমবার ভোরে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তার।
এর আগে রবিবার দু'টি শিশু প্রাণ হারায়। একজন ভরতি ছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আরেকজনের চিকিৎসা চলছিল বি সি রায় হাসপাতালে।অ্যাডিনো ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত রুখতে কোমর বেঁধে নেমেছে স্বাস্থ্য দফতর। একাধিক সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। সব সরকারি হাসপাতালে ফিভার ক্লিনিক চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বাচ্চার জ্বর ১০২ডিগ্রির উপর ও পালস রেট ৬০-এর নিচে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে কোভিডের মতোই শ্বাসনালিতে আক্রমণ করে ভাইরাস। বাড়িতে পালস অক্সিমিটার দিয়ে দিনে অন্তত তিন বার রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মাপতে হবে। বেশি জ্বর হলে ভাল করে স্নান করিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে গা মুছে ফেলতে হবে।

খুনের মামলায় মৃতের ভাই এবং মাকে 'পর্যাপ্ত নিরাপত্তা' দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) :'ভোট পরবর্তী হিংসা'য় মৃত বিজেপি কর্মীর দাদা বিশ্বজিৎ সরকার এবং তাঁর মাকে 'পর্যাপ্ত নিরাপত্তা' দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এই খুনের ঘটনায় নাম জড়ায় বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পালের। পরেশকে ডেকে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।
সোমবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, শিয়ালদহ আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণের সময় তাঁদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে পুলিশকে।
ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় বিজেপিকর্মী অভিজিৎ সরকারকে খুনের ঘটনায় সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। মৃতের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, শনিবার বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী সাক্ষীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেন। পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নারকেলডাঙা থানাকে নোটিস দিতে নির্দেশ দেন।
২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হিংসার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। ওই বছরের ২ মে ফল ঘোষণার দিন কাঁকুড়গাছির শীতলাতলা লেনের বাসিন্দা অভিজিৎ সরকারের দেহ উদ্ধার করা হয়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করে অভিজিতের পরিবার। ভাইকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর দাদা বিশ্বজিৎ সরকার।

মাধ্যমিকের মধ্যে ভুয়ো শিক্ষকদের চাকরি বাতিল নিয়ে মন্তব্য বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ মামলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার মাঝে বেআইনি চাকরি বাতিল নিয়ে বড় মন্তব্য করলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তাঁর মন্তব্য, 'রাজ্যজুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। এখন ভুয়ো শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হলে পুরো পরীক্ষায় তার প্রভাব পড়বে। পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়তে পারেন। তাই এখনই এ নিয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া সমস্যার। মাধ্যমিক মিটলে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে আদালত।'
'২০১৬ সালের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় নবম-দশম শ্রেণিতে প্রায় ১১ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হয়। তার মধ্যে ১০ শতাংশ বা প্রায় হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে।' পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বসুর।
নবম-দশম শ্রেণিতে বিকৃত ওএমআর শিটে চাকরি মামলার রায়দান স্থগিত ডিভিশন বেঞ্চে। সেই রায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কমিশন।

চারদিনের সফরে আজ সিকিম পৌঁছবেন নির্মলা সীতারমন

গ্যাংটক, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আজ সোমবার সিকিমে চার দিনের সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি আজ রাজধানী গ্যাংটকের চিন্তন ভবনে বাজেট-পরবর্তী ইন্টারেক্টিভ অধিবেশনে অংশ নেবেন। তিনি কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে বক্তৃতা দেবেন। তারপরে তিনি সিকিম চেম্বার অফ কমার্স, কর পেশাদার, কর্পোরেট, বিভিন্ন সমিতি, উদ্যোক্তা সেক্টরের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করবেন। সিজিএসটি, আয়কর, ব্যাঙ্কিং সেক্টর এবং সিকিম সরকারের অন্যান্য বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তারাও এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফরের অন্যান্য ইভেন্টগুলির মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে মতবিনিময়, বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের চেক বিতরণ, নাবার্ডের বিভিন্ন কর্মসূচির সূচনা, লাচেন জুমসা, ইডি সিস্টেম কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে মাঙ্গন ও নগরকাট্টা স্থল সীমান্তের মানুষের সাথে মতবিনিময়। এবং পানিটাঙ্কি এলসিএস থেকে কুলকুলি ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন কারাত যোগদান করেছে।

সিসোদিয়ার গ্রেফতারির প্রতিবাদে দিল্লিতে বিক্ষোভ আপ-এর, তৎপর পুলিশও

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আপ নেতা মনীশ সিসোদিয়ার গ্রেফতারির প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখাল আম আদমি পার্টি (আপ)। উত্তাল হয়েছে দিল্লিও। সেখানে ডিডিইউ মার্গে বিজেপির সদর দফতর মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টা করে আপ। পুলিশ বাধা দিতে ব্যারিকেড দেয়। সেই ব্যারিকেড আপ কর্মীরা টপকানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সে কারণে রাজধানীর বিভিন্ন অংশে কড়া নিরাপত্তা জারি রয়েছে। বিশেষ সিপি (আইন-শৃঙ্খলা) দীপেন্দ্র পাঠক বলেছেন, 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য আমরা ব্যবস্থা করছি।'
দিল্লির পাশাপাশি বেঙ্গালুরু, চণ্ডীগড়, ভোপাল-সহ বিভিন্ন বড় শহরে জারি কড়া নিরাপত্তা। কলকাতায় বিজেপির সদর দফতরের সামনেও বিক্ষোভ দেখিয়েছে আপ। প্রসঙ্গত, টানা আট ঘণ্টা জেরার পর রবিবার আবগারি দুর্নীতিকাণ্ডে সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করে সিবিআই। সারা রাত সিবিআইয়ের সদর দফতরেই ছিলেন আপ নেতা।

এপ্রিলে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মৎস্যজীবীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে : এল মুরুগান

চেন্নাই, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মৎস্যজীবীদের ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হবে। জানালেন কেন্দ্রীয় মৎস্য প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল. মুরুগান। সোমবার চেন্নাইতে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে বলার সময়, তিনি বলেছেন, মৎস্যজীবীদের দুর্দশা এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থা নিয়ে সরকার খুবই উদ্বিগ্ন। মুরুগান বলেছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমুদ্রের সীমানা চিহ্নিত করতে জেলেদের ৫০ হাজারেরও বেশি জিপিএস যন্ত্র সরবরাহ করেছে সরকার।
তিনি আরও বলেছেন, তাঁর সাম্প্রতিক শ্রীলঙ্কা সফরের সময়ও মৎস্যজীবীদের ইস্যুটি উত্থাপন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, মৎস্যজীবীদের সমস্যা সমাধানের জন্য দুই দেশের মধ্যে সচিবদের একটি যৌথ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে মুরুগান বলেছেন, তামিলনাড়ুই সর্বপ্রথম রামনাথপুরম এবং পুদুকোট্টাইতে সামুদ্রিক আগাছা চাষের খামার স্থাপনের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল।
তিনি আরও বলেছেন, চেন্নাই, তিরুভোত্তিউর, কুদ্দালোর, নাগাপট্টিনম এবং ভিলুপুরমের কাসিমেডুতে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো-সহ ফিশিং বন্দর স্থাপনের জন্য ১৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজ্যের জেলেদের ৬৮২টি গভীর সমুদ্রের জাহাজ দেওয়া হয়েছে।

একজিট

● প্রথম পাতার পর

মিডিয়াতে চলছে তর্কযুদ্ধ। সবমিলিয়ে এই একজিট পোলের পক্ষে বিপক্ষে শুরু হয়ে গিয়েছে বিতর্ক।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

হবেই।
তার দাবি, আপামর জনগণকে বিভ্রাত করার লক্ষে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে শাসক দল আজ নাটক মঞ্চএকজিট পোল প্রকাশ করতে চলছে। তিনি সাধারণ মানুষ কাছে আবেদন করেন বিরোধী দলের এই একজিট পোলে বিশ্বাস করবেন না। ২ মার্চ যখন ইভিএম মেশিন খোলা হবে তখন দেখবেন ত্রিপুরা থেকে বিজেপি সুনামির মতো ভেসে যাচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় জনতা পার্টিকে পতন করে ত্রিপুরায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।
অন্যদিকে, এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য বলেন বিজেপির একজিট পোলে কোনো হাত থাকে না, ২ মার্চ ভোটেরফলাফল থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য।

সম্পন্ন নির্বিঘ্নে

● প্রথম পাতার পর

১৮৩ জনের ভাগ্য ঝুলছে ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৩৪ জন ভোটারের ওপর।
নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ সকাল সাতটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছিল। বিকাল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণের কথা ছিল। এদিকে, অধিকাংশ বুথে নির্ধারিত সময়েই ভোট গ্রহণ শেষ হলেও, বহু সংখ্যাক ভোটকেন্দ্রে চারটার পরও ভোট গ্রহণ হয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্য নির্বাচন দফতর থেকে জানানো হয়েছে, পাঁচটা পর্যন্ত নাগাল্যান্ডে ভোট পড়েছে ৮১.৯৪ শতাংশ। তবে এই হার আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রাজ্যের জেলা ভিত্তিক ভোটের হার জারি করে নাগাল্যান্ড রাজ্য নির্বাচন দফতর জানিয়েছে, চুমউকেডিমা জেলায় ৭৬.০৩ শতাংশ, ডিমাপুরে ৭৮.০০, খিফিরে জেলায় ৮৫.৯৬ শতাংশ, কোহিমায় ৭৬.৯০, লংলেঙে ৭৬.৪৫, মককচুঙে ৭৯.২৬,, মন জেলায় ৯০.৬১, নকলকে ৮৯.২০, পেরেনে ৭৫.৮৪, ফেকে ৮৩.২৫, পুঘোবটোয় ৯২.১১, শমাটরে ৮২.০০, তেমিনিউ জেলায় ৯০.৮৮, তুয়েংসাঙে ৮২.০২, ওখায় ৮৭.৯৪ এভং জুনহোবোটো জেলায় ভোট পড়েছে ৮৬.০৩ শতাংশ।
এবার ভোট পর্ব শুরুর প্রায় দু-ঘণ্টা আগে থেকে রাজ্যের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ভোটাররা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গোটা রাজ্যে দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যেও উৎসবের মেজাজে নাগরিকগণ ভোটদান করছেন।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, এবার রাজ্যে ভোট দান গতবারের চেয়ে বেশি হবে, হয়েছেও। গতবার ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ৭৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ২০১৩ সালে ভোট পড়েছিল ৯০.৫৭ শতাংশ।
কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ভারী নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছিল। এরই মধ্যে ওখা জেলার অধীন ভাণ্ডারি বিধানসভা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিপিপি কর্মীর সঙ্গে কংগ্রেসের জোটশরিক এনপিএফ কর্মীদের মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
৬০ আসন বিশিষ্ট নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে মোট ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৩৪ জন ভোটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ৭,৯৮৩ জন। রাজ্যে নতুন ভোটারের সংখ্যা ২৪ হাজার ৬৮৯। এছাড়া দিব্যাঙ্গ ভোটার ৬,৯৭০ জন। তবে নাগাল্যান্ডে তৃতীয় লিঙ্গের কোনও ভোটার নেই। অন্যদিকে, নাগাল্যান্ডে ৮০ বছরের ঊর্ধ্বে ভোটার রয়েছেন ৩৬ হাজার ৪০৩ জন।
নির্বাচন কমিশনের তথ্যে জানা গেছে, নাগাল্যান্ডে ২০১৮ সালে ২,১৯৪টি ভোট কেন্দ্র ছিল। এবার ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বেড়ে হয়েছে ২,৩১৫টি ভোট কেন্দ্র। এদিকে নাগাল্যান্ডে ৬০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৫৯টি জনজাতি সংরক্ষিত। এই রাজ্যেও তফশিলি জাতি সংরক্ষিত আসন নেই।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নাগাল্যান্ডের ৩১-এসি নম্বর আকুলুটো (উপজাতি তফশিলি) আসনে গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রার্থী তথা বিধায়ক কাজহেতো কিনিমি। ওই দিন (১০ ফেব্রুয়ারি) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ বিজেপি ছাড়া সব কয়টি দল এবং নির্দলীয় প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করায় কাজহেতো কিনিমিকে অনানুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

অসুস্থ মুকুল রায় ভর্তি হাসপাতালে

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শরীরটা ভাল যাচ্ছে না রবিবার রাতে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা একদা তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়। যদিও চিকিৎসকরা বলছেন, এই মুহূর্তে তিনি স্থিতিশীল। ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে হঠাৎ করে কেন তাঁকে ভর্তি করতে হল। পরিবার সূত্রে যতটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে স্নায়বিক সমস্যায় ভুগছেন একদা তৃণমূল কংগ্রেসের এই হেভিওয়েট নেতা তথা কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক। জানা গিয়েছে, মাথায় জল জমেছে তাঁর। আগে থেকে পরিকল্পনা করেই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে চিকিতসার জন্য। এই মুহূর্তে সল্টলেকের বদলে তাঁর কল্যাণীর বাড়িতে থাকছেন তিনি। বেশ কিছু সমস্যার কারণে চিকিৎসকরা তাঁকে শারীরিক বেশ কিছু পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন।

নানা স্থানে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত

● আটের পাতার পর মনোনীত প্রার্থী অন্তরা দেব সরকার সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। এদিকে মলয়নগর কমিউনিটি হলঘরেও শান্তি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক ও শ্রীনগর থানার ওসি ও সেকেন্ড ওসি। তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। দুটি ক্ষেত্রেই রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকলের কাছে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

রক্তাক্ত করল দুষ্কৃতিরা

● আটের পাতার পর চাকরিচ্যুত শিক্ষকের সাথে কথা বলে জানা যায়, চাকরি চলে যাওয়ার পর ঢিত্তামারা এলাকায় একটি ইটভাট্টায় ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। এদিন ইট ভাট্টা থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পর,পাশের এক বাড়িতে যান পাওনা টাকা ফেরত দিতে। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে আনুমানিক রাত্রি সাড়ে নয়টা নাগাদ নিজ বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পেছন দিক দিয়ে চাকরীচ্যুত শিক্ষক রবীন্দ্রের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে দুষ্কৃতিকারীরা। মাথায় শক্ত লাঠি দিয়ে আঘাত করার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। প্রচন্ড পরিমাণে রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে। স্থানীয়রা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তড়িঘড়ি ছুটে এসে আহত অবস্থায় চাকরীচ্যুত শিক্ষককে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তকে সনাক্ত করে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

সংবর্ধনা

● প্রথম পাতার পর

অতিরিক্ত জেলাশাসক তরণীকান্তি চাকমা। এছাড়া তিনজন আইকনও জেলা প্রশাসনের কর্মসূচির জন্য অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহকারি কালেক্টর মেঘা জৈন, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অরূপ দেব এবং পশ্চিম জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের বিভিন্ন আধিকারিকগণ।

ছয়জন

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ করেছেন প্রশাসনের তরফ থেকে একদিকে যখন শান্তি বৈঠক করা হচ্ছে অন্যদিকে শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শাসক দল।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ওই গৃহবধূর। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গৃহবধূর বুকে এবং হাতে আগুনের ছেকা লাগে।

কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

করেন।বাকি ২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন।
জানা গিয়েছে বাইকে থাকা ৩ যুবকের বাড়ি ফটিক রায়ের কাঞ্চনবাড়ি এলাকায়। ঘাতক গাড়ির চালক গোকুলনগর এলাকার বাসিন্দা। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক গাড়ি সহ গাড়ির চালক এবং বাইকটিকে উদ্ধার করে কুমারঘাট থানায় নিয়ে যায়। পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গণনার

● প্রথম পাতার পর

থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যোৎ কিশোর বলেন নির্বাচনের ফলাফল যাই হবে না কেন তা নিয়ে কোন ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে না। রাজ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত কোনভাবেই কাম্য নয়। এদিন তিনি জাতি উপজাতি সহ সকল ধর্ম বর্ণের মানুষের ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেন। সমাজপতিদের সঙ্গে তার এই বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

কারবারি

● প্রথম পাতার পর

সোমবার সকালে ধর্মনগর শহরের সাকাইবাড়ি থেকে থানা রোডে আসার রাস্তায় ধৃত যুবককে আটক করে তল্লাশি চালালে তার কাছ থেকে ১০ প্যাকেটে মোট ২০০০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার করা নেশা সামগ্রীর মূল্য দুই লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে আরো কারা জড়িত রয়েছে তাদের খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য ধর্মনগর শহরসহ আশপাশ এলাকায় নেশার কবলে পড়ে বহু যুবক হাবুডুবু খাচ্ছে। নেশার বাড় বাড়ন্তে গোটা সমাজব্যবস্থা আতঙ্কে রয়েছে।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

গেল তানিয়া আক্তার নামে গৃহবধূ। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার আমতলী থানাধীন মতিনগর এলাকায়। গত সাত দিন যাবত খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে আমতলী থানায় তানিয়া আক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন স্বামী শিপন মিয়া। শুধু তাই নয়, স্বামী শিপন মিয়া অভিযোগ তুলেন তার শাশুড়ি জোৎস্না বেগম তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করার পেছনে এবং পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।
এমনকি যাওয়ার সময় দিনমজুর শিপন মিয়ার ঘর থেকে ১২০০০ টাকা নগদ এবং স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায়। শিপন মিয়ার আরো অভিযোগ, তার স্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার পর তার শাশুড়ি জোৎস্না বেগম তার আলাদা বাড়ির ঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয় যে ঘরে শিপন মিয়া এবং তার স্ত্রী থাকতো।যার ফলে আরও রহস্য দেখা দিয়েছে।

নেতৃত্ব

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনী আধিকারিকের নির্দেশে তা বন্ধ করা হয়েছিল। সোমবার দুপুরে আরও একবার নির্বাচন কমিশনের আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক এক্সিট পোল প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখানো হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৪৯ টি আসনে জয়লাভ করতে চলেছে।
এই বিষয়টি নিয়ে সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরন গিত্যের কাছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে এই বিষয়ে শোকজ নোটিশ জারি করা হবে।

াঙ্গন

দীপক, রজতে ম্লান অর্কপ্রভের শতক ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের সংহতি জয়

সংহতি:- ২৬৮/৭(৫০ ইউ: ফ্রেন্ডস:- ২৬৯/৪(৪৩.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। অর্কপ্রভ সিনহার দুর্দান্ত শতক। তবে আজ সেটা ম্লান হয়ে গেছে দীপক ক্ষৈত্রী ও রজত দে-র অপরাজিত জুটির ব্যাটিং নৈপুণ্যের কাছে। রজতকে সঙ্গে রেখে দীপকের মারকুটে ব্যাটিং দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি আজও প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব দীপকের দখলে। মোটকথা, টানা চার ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। পাশাপাশি রান রেটের নিরিখে কিঞ্চিৎ পিছিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষেই থাকতে হচ্ছে তাদের। খেলা ছিল নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। প্রথম ম্যাচে জেসিসি-কে ১৪৮ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে শতদলকে সাত উইকেটে হারানোর পর ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস রবিবার তৃতীয় ম্যাচে কসমোপলিটন-কে ৬২ রানে পরাজিত করেছিল। সোমবারে চতুর্থ ম্যাচে সংহতি কে হারালো ছয় উইকেটে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সংহতি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৬৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্কপ্রভ সিনহার ১৩৬ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অর্কপ্রভ ১৪৭ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩৬ রান পায়। এছাড়া, নিরুপম সেন চৌধুরীর ৫০ রান এবং অমিত আলীর ৩৩ রান উল্লেখ করার মতো। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের প্রিয়াংশু গৌতম ও রজত দে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ওপেনার বিশাল ঘোষ ৪৬ রান এবং সোহেল দেববর্মা ৪৯ রান সংগ্রহ করে দলকে অনেকটা এগিয়ে দিলেও পঞ্চম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক রজত দে ও দীপক ক্ষৈত্রীর অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। রজত ৫২ রানে অপরাজিত থাকে। দীপক ৪৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় ৮৫ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ৪৩.৪ ওভার খেলে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে। সংহতির রানা দত্ত দুটি উইকেট পেয়েছিল।

রোহিত, শংকরদের সম্মিলিত দাপটে শতদলকে হারিয়ে জয়নগর জয়ী

জেসিসি:- ২৯৭/৯(৫০) শতদল:- ১৬৩/১০(৩৬)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। শতদলকে সহজে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো জেসিসি। প্রথম ম্যাচ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের কাছে এবং তৃতীয় ম্যাচে স্ফুলিঙ্গের কাছে হার স্বীকার করলেও মাঝে কসমোপলিটন-কে হারানোর পর জেসিসগ তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছিল। আজ, সোমবার শতদল সংঘকে ১৩৪ রানে হারিয়ে পুনরায় জেসিসি দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে তৃতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে। খেলা ছিল এমবিবি স্টেডিয়ামে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জেসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৯৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রোহিত ঘোষের ৬২ রান এবং রিমন সাহার ৫৩ রানের পাশাপাশি ওপেনার তেজস্বী জয়সোয়ালের ৪৮ রান এবং শংকর পালের ৩৫ রান উল্লেখ করার মতো। শতদলের জয়দীপ দেব তিনটি এবং ভিকি সাহা ও শাদব খান দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শতদল সংঘ ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। অরিন্দম বর্মন (৫৫) ও দীপায়ন দেববর্মার (৫১) ব্যাটে কিছুটা রান এলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। ৩৬ ওভার খেলে শতদল সংঘ ১৬৩ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। জেসিসির তুষার সাহা, অমরেশ দাস ও শংকর পাল প্রত্যেকে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সৌজন্যে শংকর পাল পেয়েছে ম্যান প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

সাব্রুমে স্কুল ক্রিকেটে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে মনু ও ইস্ট মনুঘাট জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। সাব্রুমে আয়োজিত স্কুল ক্রিকেটে আজ দুটি নিয়ম রক্ষার ম্যাচ হয়েছে। একটিতে মনু দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল ১৬২ রানের ব্যবধানে ব্রজেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলকে পরাজিত করেছে। মনু স্কুলের পক্ষে এটি তৃতীয় জয় হলেও পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানের সুবাদে এবারের মতো আর ফাইনালে খেলা হলো না। অপর ম্যাচে ইস্ট মনুঘাট স্কুল, জলেফা স্কুলের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করেছে। ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মনু দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল ১৬২ রানের ব্যবধানে বজেন্দ্রনগর স্কুলকেই পরাজিত করেছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মনু স্কুল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩০.১ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২৯৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল ২৮.৩ ওভার খেলে ১৩৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে নিলয় দে দুর্দান্ত শতরানের পাশাপাশি তিন উইকেট পেয়ে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। সাব্রুম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত লীগের অপর ম্যাচে ইস্ট মনুঘাট প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুবিধা নিয়ে ২৪.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৭৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জলেফা স্কুল দলের ইনিংস শেষ হয় ১৩৩ রানে। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে বিজয়ী দলের প্রসেনজিৎ দেবনাথ প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

রাইহানের হাত ধরে অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে সোনামুড়া সেন্টার জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। সহজ জয় পেলো সোনামুড়া কোচিং সেন্টার। ৮৬ রানে পরাজিত করলো শান্তিনগর প্লে সেন্টারকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। মহকুমার স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রাইহান আহমেদের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সোনামুড়া কোচিং সেন্টারের জয় সহজ হয়ে যায়। প্রথমে ব্যাট হাতে ৪১ রান করার পর বল হাতে ৫ উইকেট পায় রাইহান। সঙ্গত কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় রাইহানকে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সোনামুড়া কোচিং সেন্টার ১৪৫ রান করে। দলের পক্ষে মিনহাজ আহমেদ ৭১ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮, রাইহান আহমেদ ৩২ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ এবং মহ: জুয়েল হুসেন ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। শান্তিনগর প্লে সেন্টারের পক্ষে মনিষ দেবনাথ (৫/৩০) এবং কিষান দেবনাথ (২/৫৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে রাইহান আহমেদের (৫/৭) ভেলকির সামনে কুপোকাৎ হয় শান্তিনগর প্লে সেন্টার। দল মাত্র ৫৯ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রূপক দেবনাথ ৩৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং পিন্টু শীল ৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১১ রান।

আমবাসায় ক্রিকেট : জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফাইনালের লক্ষ্যে যুবসমাজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে যুবসমাজ ক্লাব। প্রথম হারা ম্যাচটিকে বাদ দিলে টানা তিন ম্যাচে জয় যুবসমাজের। এবং জয়ের এই হ্যাটট্রিকে যুবসমাজ আপাতত শীর্ষস্থানে অবস্থান করে ফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। অপর দুই দাবিদার বি.কে নগর স্পোর্টস ও ঐকতান ক্লাবও এগিয়ে রয়েছে ফাইনালের লক্ষ্যে। আজ দশমীঘাট গ্রাউন্ডে যুব সমাজ ক্লাব নিজেদের শেষ লীগ ম্যাচে ১৪ রানে সংহতি সামাজিক সংস্থা কে পরাজিত করেছে। ম্যাচ শুরুতে যুব সমাজ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ৩০.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে সংহতি সামাজিক সংস্থা ৩৪.৪ ওভার খেলে ১২৩ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে নিশান সেনের ৫৪ রান এবং অমিত ত্রিপুরার ৩২ রান যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি বোলিংয়ে প্রিয়তোষ বিশ্বাস ও দেবাংশু দেবের তিনটি করে উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো। অপরদিকে সংহতি সামাজিক সংস্থার আকাশ দাস ৩২ রানে পাঁচটি উইকেটের পর দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৪ রান সংগ্রহ করলেও কার্যত দলকে জয় এনে দিতে পারেনি। বিজয়ী দলের দেবাংশু পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব।

বিজ্ঞপ্তি

Ref : Sabroom P.S. GDE No.23 Dated 26-01-2023 U/S 102 Cr. P.C.

এতদ্বারা জানানো জাইতেছে যে উপরিউক্ত মোকাদ্দমা মূলে ২ (দুই) খানা গুরু যাহা 109 th Bn BSF Shyampara BOP area in "C Coy" সংলগ্ন স্থান হইতে পাওয়া যায়। উক্ত গরুর প্রকৃত মালিক তাহার উপযুক্ত প্রমাণ পত্র দেখাইয়া বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সাব্রুম থানা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগ ঃ

১) এস পি (ড়িআই.বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ ০৩৮২৩-২২২০৫২
৭৬২৮০০৭০৭৯

২) সাব্রুম থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ ৮৮৩৭৩৭৯১০১

ICA/D-2099/23

Superintndent of Police
South Tripura District

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

দিল্লিতে আম আদমি পার্টির উপমুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে আগরতলায় বিক্ষোভ জানান দলীয় কর্মীরা।

কমলাসাগরে ফের সীমান্ত হাট চালুর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। করোনা মহামারীর সময়কালে সীমান্ত হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পর এখনো পর্যন্ত পুনরায় সীমান্ত হাট না খোলায় অস্বস্তিতে ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় রাজ্যের বেশ কয়েকটি সীমান্তবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছিল সীমান্ত হাট। আর এই সীমান্ত হাট গড়ে ওঠার ফলে বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ব্যবসার মাধ্যমে দুই দেশের মানুষের সাথে ভাতৃত্বের সম্পর্ক আরো চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। ঠিক একইভাবে বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত কমলাসাগর মায়ের মন্দিরের পার্শবর্তী ভারত বাংলা সীমান্তে দুই দেশের যৌথ প্রচেষ্টায় সীমান্ত হাট গড়ে উঠেছিল। সপ্তাহে একদিন করে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা এই হাটে তাদের পন্য সামগ্রী নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসতো।এই সীমান্ত হাটে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ যেমন কেনাকাটা করতে আসতো ,ঠিক একই ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও মানুষ এই সীমান্ত হাটে আসতো। উভয় দেশের মধ্যেই বিভিন্ন সামগ্রী বেশ ভালো পরিমাণে বেচাকেনা হতো। সারা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয় করোণা মহামারীর আতঙ্ক।এই করোণা মহামারীর সময় কমলা সাগরের এই সীমান্ত হাট বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকেই কমলা সাগরের এই সীমান্ত হাট একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ে, শুনশান হয়ে যায় এই সীমান্ত হাট। কিন্তু আজও কমলা সাগরের এই সীমান্ত হাট পুনরায় চালু করা হয়নি। তাই এই সীমান্ত হাট নিয়ে কমলা সাগরের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরেই এই সীমান্ত হাট বন্ধ হয়ে রয়েছে। যখন এই সীমান্ত হাট চালু ছিল তখন দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস বেচাকেনা সহ দুই দেশের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন গড়ে উঠেছিল। তাছাড়াও সীমান্ত হাট চালু থাকার সময় হাটের বাইরের দোকানগুলিতেও খুব ভালো ব্যবসা হতো। কেননা রাজ্যের মানুষ এই সীমান্ত হাটে এসে কমলা সাগর মায়ের মন্দিও দর্শন করত এবং মায়ের মন্দিরের পাশের ব্যবসায়ীরাও খুব ভালো ব্যবসা করতে পারত। বর্তমানে এই সীমান্ত হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কমলা সাগরের স্থায়ী ব্যবসায়ীদের বাজার মন্দা বলে জানিয়েছেন। ব্যবসায়ীরা আরও জানিয়েছেন ,কমলা সাগরের এই সীমান্ত হাট পুনরায় চালু করার জন্য বাংলাদেশ এবং ভারত দুই দেশের সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। তাই সরকারের কাছে ব্যবসায়ীরা দাবি জানিয়েছেন সরকার যেন অবিলম্বে এই কমলাসাগর সীমান্ত হাট চালু করার ব্যবস্থা করে।

ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের সর্বদল বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ও শান্তির বাজার মহকুমার অতিরুক্ত মহকুমা শাসক বিপুল দাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রে ও জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে সুষ্ঠভাবে ভোট গ্রহণের পক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
আগামী ২ মার্চ শান্তির বাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনার কাজ হবে। এই ভোট গণনায় ও ভোট গননার পরবর্তী সময় যেন সকলে সুষ্ঠভাবে চলাফেরা করতেপারে ও যাতেকরে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনা নাঘটে তারই প্রয়াসে সোমবার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্যের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আজকের এই আলোচনা সভায় প্রথমদিকে ভোট গণনার দিন কিকি করনীয় প্রয়োজন তানিয়ে সকলকে সচেতন করেন মহকুমা শাসক।
ভোট গণার বিভিন্ন বিধিনিষেধগুলো সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেন। আজকের এই আলোচনাসভার মাধ্যমে মহকুমা শাসক জানান ভোটে জয় পরাজয় থাকবে। এক দল জয়লাভকরবে ও বাকি তিন দল পরাজয় হবে।
যে দল জয়ীহোকনাকেন তারা যেন কোনো প্রকারের আশান্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি না করে তার জন্য বিশেষ আহব্বান জানান। মহকুমা শাসক সকল দলের নেতৃত্বদের প্রতিবিশেষ আহব্বানজানান যাতেকরে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে লোকজনের উপার্জনের মূল উৎস রাবার বাগান ধ্বংস না করা হয়। তার পাশাপাশি পুকুরে বিষ ডেলে দিয়ে মাছ মেরে ফেলা, বিষ দিয়ে গবাদিপশু মেরে ফেলা এইধরনের অপ্রতিকর ঘটনা নাঘটায়। লোকজনদের রক্ষনার্থে কাজ করেযাবে প্রসাশন। সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের ঐক্যবদদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মধ্যে থেকে কাজ করার বিশেষ আহব্বান জানাননো হয়। শান্তির বাজারের লোকজন আশাবাদী মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ও অতিরুক্ত মহকুমা শাসক বিপুল দাসের প্রচেষ্টায় শান্তির বাজারমহকুমায় কোনও প্রকার অপ্রতিকর ঘটনা ঘটবে না। সকলের উনাদের প্রতি গভীর আস্থা রয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদের শহীদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। সোমবার রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলায় স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদের ৯৩ তম শহীদান দিবস যথাযোগ্য পর্যায় পালিত হয়। অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেসনের উদ্যোগে সোমবার রাজধানীর আগরতলা শহরের বটতলায় স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদের ৯৩ তম শহীদান দিবস পালিত হয়। এদিন বটতলায় শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের রাজ্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ সহ অনেকেই যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছে না। ইতিহাসের পাতায় তাদেরকে স্থান দেওয়া হয়নি। অথচ শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ সহ আরো অনেকেই স্বাধীনতার জন্য আত্ম বলিদান দিয়েছেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের আত্ম বলিদান স্বীকৃত করার লক্ষ্যেই সংগঠনের পক্ষ থেকে সারা দেশে আজ শহীদান দিবস পালন করা হয়।

নানা স্থানে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। ভোট গণনার প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শান্তি সম্প্রীতি সর্বদলীয় বৈঠক অব্যাহত রয়েছে। সোমবার গোকুলনগর এর রাস্তার মাথা কমিউনিটি হলে এবং মলয়নগর কমিউনিটি হলে শান্তি সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় কমলা সাগর বিধানসভার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। গকুলনগর রাস্তারমাথা স্থিত কমিউনিটি হল ঘরে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং প্রার্থীদের নিয়ে এই শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কিরণ গিত্যে, বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী হিরন্ময় নারায়ণ দেবনাথ, বিজেপির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে শান্তি সম্প্রীতি আহ্বানে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের সার্কিট হাউজে শান্তি সম্প্রীতি লক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোট প্রার্থী সহ অন্যান্যদের নিয়ে সোমবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলায় শান্তি সম্প্রতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সাতাশ ফেব্রুয়ারি সোমবার দুপুরে জেলা আরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে কৈলাসহরের সার্কিট হাউসে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ভোট প্রার্থী সহ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এবং জেলার প্রতিটি ক্লাবের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুস্টিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার, জেলার পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি দলের প্রার্থী টিংকু রায়, ৫১-ফটিকরায় কেন্দ্রের সি.পি.আই.এম দলের প্রার্থী সুব্রত দাশ, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, ৫৩-কৈলাসহর কেন্দ্রের তৃনমুল কংগ্রেস দলের প্রার্থী আব্দুল মতিন, ৫২-চন্ডীপুর কেন্দ্রের তৃনমুল কংগ্রেস দলের প্রার্থী বিদ্যুৎ সিনহা, ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ত্রিপুরা মোথা দলের প্রার্থী রঞ্জন সিনহা, সি.পি.আই.এম নেতা রঞ্জিত নাথ সহ আরও অনেকে। উল্লেখ্য, বিগত ১৬ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেও ভোট সম্পন্ন হয়েছে। এবং আগামী দুসরা মার্চ ২০২৩সালের বিধানসভা ভোটের গননা অনুস্টিত হবে। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের আর.কে.আই স্কুলে এবং কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া স্কুল এই দুইটি কেন্দ্রে গননা হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষাও শুরু হয়েছে। সোমবারের বৈঠকে শান্তি সম্প্রতি বজায় রাখার জন্য স্কুলের পরীক্ষা যেন নিরবঘ্নে হয় সে বিষয় নিয়েও বিস্তৃত ভাবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও আলোচনা করা হয়।

আভাংছড়া এডিসি ভিলেজে রাবার বাগানে অগ্নিসংযোগ ঘটাল দুষ্কৃতিকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। আভাংছড়া এডিসি ভিলেজে রাবার বাগানে অগ্নিসংযোগ ঘটাল দুষ্কৃতিকারীরা ঘটনার বিবরনে জানাযায় রবিবার দুপুরবেলায় জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের আভাংছড়া এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা তথা জোলাইবাড়ী বিজেপির জনজাতি মোর্চার মন্ডল প্রেসিডেন্ট সমঞ্জয় ত্রিপুরার রাবার বাগানে অগ্নি সংযোগ ঘটায় দুষ্কৃতিকারীরা। এই অগ্নিকান্ডে ১০ কানি রাবার বাগানে ৮০০ রাবারের চারা পুরে নষ্ট হয়ে যায়।
সমঞ্জয় ত্রিপুরা খোবাই গবীর ঘরের লোক। তিনি নিজ পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনকরে এই রাবার বাগান করেছেন। উনার কষ্টে উপার্জিত অর্থ এই রাবার বাগানের পেছনে খরচ করেছেন। এইভাবে রাবার বাগানে অগ্নিকান্ড ঘটাতে ক্ষতির সন্মুখিন হতেহয়েছে সমঞ্জয় ত্রিপুরার পরিবারের লোকজনেরা।এই অগ্নিসংযোগের খবরপেয়ে সোমবার উনার বাগান পরিদর্শন করলেন জোলাইবাড়ীর বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং ও জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের আই পি এফ টি মনোনিত প্রার্থী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া। উনারা পুরেযাওয়া রাবার বাগান পরিদর্শন করে অসহায় পরিবারের লোকজনদের পাশে দারানোর পতিশ্রুতি দেন। এই অগ্নিকান্ডের ঘটনাকে কেন্দ্রকরে বাইখোড়া থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করাহবে বলে জানান সমঞ্জয় ত্রিপুরা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে এই অগ্নিকান্ড বলে প্রাথমিক ধারনা করাহচ্ছে।

বিলোনিয়ায় চাকরিচ্যুত শিক্ষককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল দুষ্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার সাতমুড়া এলাকায় আক্রান্ত হলেন আরো এক চাকুরীচ্যুত শিক্ষক। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।দুষ্কৃতিকারীদের হাতে আক্রান্ত ১০,৩২৩ চাকরিচ্যুত এক শিক্ষক। ঘটনা রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ বিলোনিয়া থানাধীন সাতমুড়া এলাকায়। আক্রান্ত ১০,৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকের নাম রবীন্দ্র মজুমদার। বয়স ৪৩ বছর। আহত ১০,৩২৩

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইসলামপুরে কাজে স্থায়ীকরণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মীদের

ইসলামপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কাজের স্থায়ীকরণের দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ফাইটার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
সংগঠনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এদিন মোট ১০ দফা দাবিতে ইসলামপুর বাস টার্মিনাস থেকে মহকুমা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে মহকুমা শাসকের কাছে কাজের স্থায়ীকরণের দাবি সহ মোট ১০ দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। তাঁদের এই দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ার দিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা।

পঞ্জাবে এক মহিলার গুলিতে খুন কংগ্রেস নেতা মেজর সিং ধালিওয়াল

তারন তারান (পঞ্জাব), ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাজার কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা কংগ্রেস নেতা মেজর সিং ধালিওয়াল সোমবার পঞ্জাবের তারন তারানে এসবিআই রিসোর্টে এক মহিলার গুলিতে নিহত হয়েছেন। মহিলা আক্রমণকারী ধালিওয়ালের সাথে সম্পর্কিত এবং কিছু ব্যক্তিগত কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ বলে তারন তারানের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ গুরমিত চৌহান জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলাটি সাংওয়া গ্রামে তাঁর মালিকানাধীন একটি বিবাহের প্রাসাদের কাছে কংগ্রেস নেতাকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি গুলি চালায়। দুটি গুলিবিদ্ধ সিং সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময় মারা যান। পুলিশও হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে হত্যার তদন্ত শুরু করে। পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শীদের জেরা করে এবং সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে হামলাকারীকে শনাক্ত করে।

ফাঁসিদেওয়ায় আইসিডিএস কেন্দ্রে পরিদর্শনে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অভিযোগ পেয়ে আচমকাই আইসিডিএস কেন্দ্র পরিদর্শনে ফাঁসিদেওয়া এলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার রূপনদিঘির ৪৩৬ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রে যান তিনি। সেখানে পরিদর্শনের পর অবশ্য খুশি হয়েছেন তিনি।
এদিন তাঁর সঙ্গে ফাঁসিদেওয়ার সিডিপিও শিখা লামাও ছিলেন। রূপনদিঘিতে আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মী এবং সহকারীর সঙ্গে কথা বলেন। সমস্যা হচ্ছে কিনা তা শোনেন। পরবর্তীতে ভিজিটর্স বুকে নিজের অভিজ্ঞতা লিখে বেরিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফকিরগছ গ্রামে যান। এলাকা পরিদর্শন করেন। চেয়ারপার্সনের নিরাপত্তায় ছিল পাইলট ভ্যান এবং ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী।
পরিদর্শন শেষে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযোগ পেয়েই বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। তবে, আমি যেখানে গিয়েছিলাম সেই কেন্দ্রটি খুব সুন্দর ছিল। মায়েদের সঙ্গে কথা বলে কোনও অভিযোগ পাইনি। আগামীদিনে মানব পাচার নিয়ে সীমান্তের গ্রামে শিবির করার পরিকল্পনা চলছে। তাই, কাঁটাতার সংলগ্ন গ্রাম পরিদর্শন করা হয়েছে এদিন।'

রাজনৈতিক চাপেই সিসোদিয়াকে গ্রেফতার, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে ধৃত দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার গ্রেফতারি নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর দাবি, 'অধিকাংশ সিবিআই আধিকারিক মণীশের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না থাকায় গ্রেফতারির বিপক্ষে ছিলেন তাঁরা। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভুদের চাপের কারণেই গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে।' কেজরির ওই দাবিকে অসাড় ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে বিজেপি। আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকায় গতকাল রবিবার টানা ৮ ঘন্টা জেরার পরে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করে সিবিআই। ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছে আম আদমি পার্টি। গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছিলেন, 'বিজেপির নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছে মণীশ। আপের উত্থান দেখে ভয় পেয়েছে বিজেপি। দিল্লি পুরসভার মেয়র নির্বাচনে জেতার জন্য যাবতীয় নোংরামি করেও সফল হতে না পারায় গায়ের জ্বালা মেটাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

নাগাল্যান্ড : কোহিমার মাও মার্কেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, হতাহত নেই

কোহিমা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমার মাও মার্কেটে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। আগুনের সূত্রপাত আজ সোমবার রাজ্য বিধানসভা ভোটের দিন বিকাল প্রায় ৪.০০ নাগাদ। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কতটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি, তবে গোটা বাজার জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের কারণও জানা যায়নি।
কোহিমার বৃহত্তম বাজার মাও মার্কেট। এই বাজার বেথেল হাসপাতালের কাছে অবস্থিত। পাঁচটি ইঞ্জিন নিয়ে দমকলের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।
এদিকে নাগাল্যান্ডের ডিজিপি রূপিন শর্মা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। উদ্ধার অভিযান পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করছেন তিনি। ডিজিপি জানান, অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাজারের একটি দোকানে প্রথমে আগুন লাগে। প্রবল বাতাসের দরুন আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত অন্যান্য দোকানকে গ্রাস করতে থাকে।

চালসায় চা বাগানের নালায় দেখা মিলল তিনটি চিতাবাঘের শাবকের

চালসা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি চা বাগানের নালায় দেখা মিলল তিনটি চিতাবাঘের শাবকের। সোমবার চা বাগানের ৭ নম্বর সেকশনের একটি নালায় শাবকগুলিকে দেখতে পান কর্মরত শ্রমিকরা।
এদিন চিতাবাঘের শাবক উদ্ধারের খবর চাউর হতেই প্রচুর মানুষ ভিড় করেন এলাকায়। যদিও বনকর্মীরা এসে শাবকগুলোকে বাগানেই পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষ যাতে শাবকগুলির সামনে আসতে না পারে সেইদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। বনকর্মীদের ধারণা শাবকগুলিকে দ্রুত তার মা অন্যত্র নিয়ে যাবে।

নিট পিজি স্থগিতের আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ন্যাশানাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট পিজি ২০২৩ কে স্থগিত করার আবেদন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। তবে সোমবার দেশের শীর্ষ আদালত এই আবেদনকে খারিজ করে দিয়েছে। এই আবেদনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি দেশের শীর্ষ আদালত। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি এস ভাটের ডিভিশন বেঞ্চকে সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি জানিয়েছিলেন, নিট পিজির আডমিট কার্ড সোমবারই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসল সূচি অনুসারেই এই আডমিট কার্ড প্রকাশ করা হয়েছে। ১৫ জুলাই ২০২৩ থেকে কাউন্সেলিং করা হবে। তিনি বিচারপতিদের বেঞ্চকে জানিয়ে দেন, সাম্প্রতিক ভবিষ্যতে এই নিট পিজি নতুন করে সূচি করার ব্যাপারে নতুন কোনও ডেট পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই নিট পিজি স্থগিত করার আবেদনকে খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট।
এদিকে আবেদনকারীদের তরফে বলা হয়েছিল এই পরীক্ষাকে আপাতত স্থগিত করা হোক। তাদের অনুরোধ ছিল ১১ আগস্ট ২০২৩ এর পর এই পরীক্ষার সূচি ফেলা হোক। তবে আপাতত ডাক্তারি পড়ুয়াদের নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত হচ্ছে না বলে খবর।

লাউদোহা-তে দিদির বাড়ি এসে নিখোঁজ যুবক

দুর্গাপুর, ২৭ফেব্রুয়ারি (হি. স.) দিদির বাড়ি এসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ যুবক। সপ্তাহকাল পার হলেও কোন খোঁজ না পাওয়ায় উৎকন্ঠায় পরিবার। ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর চাঞ্চল্য ছড়াল লাউদোহা ঝাঁঝরা এলাকায়।
পরিবার সুত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ যুবকের নাম রাজিব কর্মকার। দুর্গাপুর ধান্ডাবাদের বাসিন্দা। গত ২০ ফেব্রুয়ারি লাউদোহার ঝাঁঝরা কলোনিতে তার দিদির বাড়িতে যায় সে। পরদিন সকালে জল খাবার খেয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ওই যুবক। পরিবারের দাবি ওইদিন বাড়ি পৌঁছায়নি। তারপর থেকে ওই যুবকের সন্ধানে খোঁজখবর শুরু করে পরিবারের লোকজন। আত্মীয়-স্বজন পরিজন সকলের বাড়িতেই খোঁজ নেওয়া হয় কিন্তু সন্ধান মেলেনি যুবকের। যুবকের দিদি ঝাঁঝরা কলোনির বাসিন্দা রূপা কর্মকার জানান, 'লাউদোহা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। কিন্তু এখনো ভাইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি।' তিনি আরও বলেন,' ভাই রাজিবের মানসিক রোগের সমস্যা রয়েছে। তিন বছর ধরে তার চিকিৎসা চলছে। আগে বহুবার তার বাড়ি ভাই এসেছে। আবার বাড়ি ও ফিরে গেছে, আগে কখনও এরকম হয়নি।' পুলিশ জানিয়েছে,' নিখোঁজের সন্ধান চলছে।'

বিজেপি-র যুব মোর্চার গ্রাম সম্পর্ক অভিযানের সূচনা

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি স)। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদা গ্রামে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার গ্রাম সম্পর্ক অভিযানের সূচনা হলো। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, ভারতীয় যুব জনতার রাজ্য সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খান প্রমুখ। ইন্দ্রনীলবাবু পরে জানান, "গ্রাম বাংলার হতদরিদ্র মানুষ আজ তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি, অনুন্নয়ন এবং পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসনের শিকার হয়েছেন। তৃণমূলের এই দুর্নীতির ফলস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রাপ্য পাকা বাড়ি বা স্বচ্ছ ভারত অভিযানের শৌচালয় বা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অন্তর্গত পাকা রাস্তা না হওয়ার যন্ত্রণা বা জল জীবন মিশনের পানীয় জল সরবরাহ থেকে বঞ্চনার তথ্য সংগ্রহ করা, লিপিবদ্ধ করা এবং সেই বঞ্চনার অবসান ঘটানোর অঙ্গীকার নিয়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার এই গ্রাম সম্পর্ক অভিযান। কোথাও দেখলাম চিকিৎসার অভাবে কেউ ভুগছেন, আর কোথাও দেখলাম শিক্ষিত বেকারের বৃদ্ধা মার আর্তনাদ। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হলে তবেই আমরা প্রকৃত সোনার বাংলা গড়তে পারবো।"

বাজারে মিলছে না আশানুরূপ মূল্য, সবজি চাষীদের মাথায় হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। শীতকালীন সবজি চাষ করে বহু কৃষক পরিবার প্রতিপালন করে অতিরিক্ত আয়ের পথ খুঁজে পান। বিশেষ করে ফুলকপি বাঁধাকপি রাজ্যের চাহিদা পূরণ করে অন্যান্য বছর বহির রাজ্যে পাঠানো হতো। কিন্তু এবছর তুলনামূলকভাবে ফলন ভালো না হওয়ায় রাজ্যের চাহিদা পূরণ করে বহির রাজ্যে আশানুরূপভাবে পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন সবজি চাষীরা।
রাজ্যের বাজারে কফির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। চাষিরাও চাহিদা পূরণ করার জন্য ব্যাপক হারে কফি চাষ করেন। বিরাট অংশের কৃষকেরা এই কফি চাষের উপর নির্ভর করে সংসার প্রতিপালন করে থাকেন। এবছরও বেশ আশা নিয়ে কপি চাষ করতে শুরু করেছিলেন রাজ্যের অগণিত কৃষক কূল। কিন্তু এবছর ক্ষতির সম্মুখীন কফি চাষীরা।
বিশেষ করে শীতকালে সর্বদাই ফুলকপি ও বাঁধাকপির ব্যাপক চাহিদা থাকে বাজারে। কিন্তু এবছর শুখা মরশুম হওয়াতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে ফুল কফি ও বাঁধা কফি চাষীদের। এমনই এক ক্ষতির কথা আক্ষেপের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের নিকট তুলে ধরলেন তেলিয়ামুড়া মহাকুমার বাইশ ঘড়িয়া এলাকার কৃষক প্রদীপ ঘোষ। এই এলাকাতে অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষজনের বসবাস। তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্বল বিভিন্ন রকমারি ফসল চাষ করা। সময় অনুযায়ী তাঁরা নানা ধরণের ফসল চাষ করে থাকে। কিন্তু এবছর শীতকালীন ফুল কফি ও বাঁধা কফি চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানান অধিকাংশ কৃষক।
এমনিতেই বাইশ ঘড়িয়া এলাকা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাঁধা কফি ও ফুল কফি রপ্তানি করা হয়। কিন্তু এবার তেমন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধা কফি ও ফুল কফি পাঠানো যায় নি বলে কৃষকদের অভিমত। আর যেটুকুই বেঁচেছে সেটা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। এতে ক্রেতা বিক্রেতা সকলেরই এক প্রকার মাথায় হাত। এখন রাজ্যের অন্যান্য অংশের কৃষকদের মতো তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাইশ ঘড়িয়া এলাকার কৃষকদের দাবি কৃষি দপ্তর যেন তাদের প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।